ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 March, 2023 ■ আগরতলা ২ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ১৭ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার অবসান, দুপুরেই স্পষ্ট হবে কার দখলে ক্ষমতার সিংহাসন

গণনা কেন্দ্রে শান্তি রাখতে কঠোর নিরাপত্তা, নানা স্থানে হল ফ্ল্যাগ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রুদ্ধশ্বাস প্রতিক্ষার অবসান হতে চলেছে আগামীকাল। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার। রাজ্যের ২১টি গণনা কেন্দ্রে সকাল আটটা থেকে শুরু হবে ভোট গণনা। প্রথমে হবে পোস্টাল ব্যালটের ভোট গণনা। তারপর হবে ইভিএমের ভোট গণনা। দুপুরের মধ্যেই স্পষ্ট হবে কার দখলে ক্ষমতার সিংহাসন। ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে আগামীকাল ২ মার্চ আরক্ষা বাহিনী সদরে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং মানুষের মধ্যে সাহস জাগানোর উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে।

বুধবার আগরতলায় নিরাপত্তা বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ। ছবি নিজস্ব।

এদিন অজয় কুমার দাস জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যা ৬ টা থেকে ৩ মার্চ সকাল ৬টা পর্যন্ত সদর মহকুমা একলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সদর মহকুমা শাসক থেকে মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে অবগত করা হচ্ছে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমিতে। ভোট গণনার দিন আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, ভোট গনণার দিন কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষ কিংবা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেজন্য পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ভোট গণনার দিন গোটা সদরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মীদের টহলধারী করবে। সারাদিন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কর্মীরা তাঁদের কাজ করবে।

রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থকদের কাছে তিনি আবেদন করেছেন সদর মহকুমায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত না করার জন্য। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে অতিসত্তর তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রশাসন বলে দাবি করেন অজয় কুমার দাস।

বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে যাতে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি না হয় তার জন্য পশ্চিম জেলা শাসকের পক্ষ থেকে জারি করা হলো ১৪৪ ধারা। বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে ৩ মার্চ সকাল ৬ টা পর্যন্ত সদর মহকুমাধীন এলাকায় বলবৎ থাকবে ১৪৪ ধারা।১৪৪ ধারা অনুযায়ী সদর মহকুমা এলাকায় একত্রে জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একইভাবে দলগতভাবে চলাচল করা যাবে না। কোন ধারালো অস্ত্র নিয়ে যাতায়াত করা যাবে না। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে দুষ্কৃতিদের হামলায় বিজেপির ৩ কর্মী গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। বিধানসভা নির্বাচনের গণনার আগেই আবারও সন্ত্রাসে আতঙ্ক ছড়িয়েছে কমলপুরে। ধলাই জেলায় কমলপুর মহকুমায় দশমীঘাট এলাকায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতিদের সম্মিলিত হামলায় আহত হয়েছে বিজেপি সমর্থক এক পরিবারের দুইজন সহ আরো একজন। ওই ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। তাতে, উত্তেজনা চরমে পৌছেছে।

প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন এবং আরক্ষা প্রশাসনের সমস্ত চেষ্টাকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুষ্কৃতি হামলায় আহত হয়েছেন তিন জন। মঙ্গলবার আনুমানিক মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটেছে কমলপুর শহরের দশমীঘাট এলাকায়। রাতেই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে গ্রেফতার করেছে হামলার ঘটনায় জড়িত তিন জনকে। বুধবার তাদের আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার আনুমানিক মধ্যরাতে দশমীঘাট এলাকার বিজেপি সমর্থক অজয় দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সমর্থক দুষ্কৃতিদের পনেরো জনের একটি দল। ভারী অস্ত্রশস্ত্র সহ বাড়িঘর তছনছ করে দেয় তার। হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে এলে বাড়ির দুই মহিলা সদস্য গীতা দাস(৫৫) এবং তাঁর পুত্রবধূ রিঙ্কি দেব দাস(২৮)কে গুরুতর জখম করেছে দুষ্কৃতিকারীরা।

এদিকে চিৎকার চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশী জয়ন্ত মণ্ডল(৩০) এগিয়ে যান এবং তিনিও দুষ্কৃতি হামলায় আহত হন। এই গন্ডগোলের খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান সহ পুলিশ ছুটে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দীর্ঘদিন এলাকা থেকে গা ঢাকা দিয়ে থাকা এবং নির্বাচনের ঠিক আগে ফিরে আসা সিপিএমের এক সময়ের ডাক সাইটে নেতা পিন্টু শীল এবং সমীরণ দাসকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার ভোরে এই হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে দশমীঘাট এলাকার সুভাষ দাসকেও জালে তুলেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় শহর জুড়ে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুকন্যাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। সামাজিক অবক্ষয়। পাঁচ বছরের শীর্ষ কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ পাষণ্ড পিতা গ্রেফতার। পাশবিক কাণ্ডে গ্রেফতার পাঁচ বছরের শিশু কন্যার পিতা। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে আর কে পুর থানার পুলিশ।

জানা যায়, কুমারঘাট থানা থেকে আর কে পুর থানায় একটি অভিযোগ আসে মাতাবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ওই ব্যক্তি তার পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। অভিযোগ মূলে মঙ্গলবার বিকেল বেলায় অভিযুক্তকে মাতাবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে আর কে পুর থানার পুলিশ। যথারীতি কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হয় সেই অভিযুক্তকে।

তারপর ঘটনার সত্যতা বের হয়ে আসতেই আর কে পুর মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়েও গণনা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.)।। রাত পোহালেই ভোট গণনা নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে। ইতিমধ্যেই ভোট গননার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ।

নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয় বিধানসভায় ৬০টি করে আসন রয়েছে। তবে মেঘালয়ের একটি আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায় সেখানে ৫৯ টি আসনে ভোট হয়েছে। অন্যদিকে নাগাল্যান্ডের একটি আসনে বিনা লড়াইতে জয়ী হয়েছেন এক বিজেপি প্রার্থী।

এবার নাগাল্যান্ডে ভোট পড়েছে ৮৬ শতাংশের কাছাকাছি। পাঁচ বছর আগে নাগাল্যান্ডে নাগা পিপলস ফ্রন্ট ২৬টি আসন জিতেছিল। এনডিপিপি পেয়েছিল ১৭টি আসন। বিজেপি পেয়েছিল ১২টি আসন। তবে জেডিএউ ও নির্দলের সহযোগিতায় এনডিপিপি-বিজেপি সরকার তৈরি হয়েছিল। পরে ২০২১ সালে এনপিএফও জোটে অংশ নেয়। কার্যত বিরোধীশূন্য এখানকার সরকার।

এবারও আশানুরূপ ভোট পড়েছে মেঘালয়ে। ভোট পড়েছে প্রায় ৮৫ শতাংশ। বিজেপি ও এনপিপি চাইছে ফের ক্ষমতা ফিরে পেতে। আবার এখানে তৃণমূল একটি অন্যতম ফ্যাক্টর হতে পারে। কংগ্রেস ২০১৮ সালে ২১টি আসন দখল করলেও সরকার গড়তে পারেনি।

প্রতিটি রাজ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পূর্বোত্তরের এই দুই রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও ভোট গণনা হচ্ছে আগামীকাল।

তিন বাংলাদেশি যুবক সহ গাড়ির চালক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তিন জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাথে গাড়ি সহ চালকেও আটক করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে তাঁদের আটক করেছে সরকারি রেল পুলিশ।

জনৈক রেল পুলিশ কর্মী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে কিছু বাংলাদেশী যুবক আগরতলা রেল স্টেশন থেকে কলকাতা যাওয়ার উদ্দ্যেশে রওয়ানা দিয়েছেন। সেই মোতাবেক বুধবার সকালে রেল পুলিশ ও আরপিএফ জওয়ানরা আগরতলা রেল স্টেশন উৎ পেতে বসে থাকেন। আরপিএফ ও পুলিশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণনার প্রাক্কালে টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রে বিজেপির বৈঠক ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। আগামীকাল ভোট গণনা। রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবারের নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন দলীয় নেতৃবৃন্দ। বুধবার এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগরতলায় দলীয় নেতাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভোট গণনা পর্বে দলীয় নেতাকর্মীদের ভূমিকা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় একটি সূত্রে জানা গেছে।

ভোট গণনার প্রাক্কালে শাসকদলের নেতাদের এ ধরনের বৈঠক ঘিরে জনগণে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।বুধবার রেডক্রস ভবনে ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি-র কার্যকর্তাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে পৌরহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা, জেলা সম্পাদক নারায়ণ দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বৈঠকে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বলেন নির্বাচনের ফলাফল কি হতে চলছে তা একজিট পোলের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে। গতবারের চাইতে বেশী আসন নিয়ে ক্ষমতাসীন হবে বিজেপি।

এদিকে গত উপ নির্বাচনে বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে যে ভোটের ব্যবধান ছিল তা এবার আরো বাড়বে বলে দৃঢ়ভাবে জানান তিনি। গণনা নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মঙ্গলবার সমস্ত প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। দলীয় প্রার্থী ও নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন গণনার পর রাজ্যের কোন স্থানে কোন অবস্থাতেই অশান্তির বাতাবরণ যাতে সৃষ্টি না হয়। দলীয় প্রার্থী ও নেতৃত্বরা সহমত পোষণ করেছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে ৮ টাউনবড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ সভাপতি, শক্তি কেন্দ্রের সভাপতি, মণ্ডল নেতৃত্ব ,সদর আরবান জেলার নেতৃত্ব এবং কর্পোরেটোররা অংশ নেন। তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। উদয়পুর ধ্বজনগর গোয়ালগাঁও এলাকায় মঙ্গলবার রাতে গ্যাস সিলেন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকান্ডের ঘটনায় দুইটি ঘর ও দুটি খড়ের পুঞ্জি আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়ি মালিকের নাম গৌরাঙ্গ ভৌমিক।

তবে এদিন নিতাই দেবনাথের ঘড়ে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরনের দরুন আগুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম একলাফে বাড়ল ৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা মূল্য বৃদ্ধির সংবাদে গ্রাহকরা তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। একদিকে নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি অন্যদিকে রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা সাধারণ মানুষ কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না।

রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি বলতে গেলে নেই। কোন কোন মাসে সিলিন্ডার পিছু দেড়শ টাকা ভর্তুকি পেলেও গরিব অংশের মানুষের পক্ষে গ্যাস সংগ্রহ করা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিনটি রাজ্যের নির্বাচনের আগে শাসক দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনগণের জন্য দরদ উতলে দিয়েছিল। অথচ ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরপরই রান্নার গ্যাসের মূল্য একলাপে সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা বৃদ্ধি করে সরকারের আসল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে।

রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নির্বাচন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই ভাইপোর হাতে রক্তাক্ত কাকা ও কাকিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রাস্তায় জল ফেলাকে কেন্দ্র করে দুই ভাতিজার হাতে রক্তাক্ত কাকা এবং কাকিমা। ঘটনা রাধা কিশোরপুর থানাধীন ২নং ফুলকুমারি ড্রগগেইট এলাকায়।

জানা যায় রাধা কিশোর পুর থানাধীন ২নং ফুলকুমারি ড্রপগেইট এলাকার বাসিন্দার রবি লাল সূত্রধর তার নিজ দুই ভাতিজা সুরজিৎ সূত্রধর এবং প্রণজিৎ সূত্রধর রাস্তায় জল না ফালার জন্য বলেছিলেন।

তাই দুই ভাতিজা ক্ষেপে তাদের কাকা রবিলাল সূত্রধরকে প্রণজিৎ এবং সুরজিৎ লাঠি দিয়ে আক্রমণ শুরু চালায়। স্বামী রবিলালকে আক্রমণের ঘটনা টের পেয়ে স্বামীকে বাঁচাতে এসে তাদের কাকিমা কাজল রানি সূত্রধর আক্রান্ত হয়।

পরবর্তীতে এলাকার অন্যান্য লোকজন এসে স্বামী, স্ত্রীকে দুই ভাতিজা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে এসে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে এসে জনতার হাতে আটক এক যুবক। ঘটনা বুধবার রাজধানীর রামঠাকুর সংঘ এলাকায়। এরপর খবর দেয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে আশা যুবককে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ দিন যাবত লালমাটিয়া সহ আশপাশের এলাকায় নেশা সামগ্রীর রমরমা চলছে।

এতে বিষিয়ে উঠছে এলাকার পরিবেশ। যুব সমাজ ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ তাদের বাগে আনতে পারছে না। অবশেষে এদিন নজরে রেখে এক যুবককে আটক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গঙ্গানগরে সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। সাধারণ পরিস্থিতেই শুধু নয় নির্বাচনের সময়েও নেশা কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ধলাই জেলা পুলিশ। তারই অঙ্গ হিসাবে বুধবার ধলাই জেলায় গঙ্গানগর থানার পুলিশ সাড়ে তিন কোটি টাকা মূল্যের গাঁজা উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার হয়েছে চার জন।

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ আধিকারিক সূর্য্য কান্ত জমাতিয়া পুলিশ বাহিনী নিয়ে নাকা চেকিংয়ের সময় ডিএল ১জিসি৪৮০৮ নম্বরের ট্রাক এবং টিআর০১ বিকে ০৭২৩ নম্বরের হোন্ডা সিটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালান। ট্রাক থেকে ১০৯৭ কেজি এবং গাড়ি থেকে ১০৫ কেজি শুকনা গাঁজা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজার মূল্য সাড়ে তিন কোটি টাকা বলে পুলিশ দাবি করেছে। এই ঘটনায় পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিক্রম দেববর্মা(২৫), সুপ্রবিজয় দেববর্মা(২৩), ধ্বনিস্বর জমাতিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৪০ ▫ ২ মার্চ ২০২৩ইং ▫ ১৭ ফাল্গুন ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মজবুত আর্থিক অবস্থায় ভারত

গোটা বিশ্ব যখন আর্থিক মন্দায় হাবুডুবু খাইতেছে তখনও ভারত বর্ষ আর্থিক দিক দিয়া মজবুত অবস্থানে রহিয়াছে। ভারতের আর্থিক অবস্থা নড়বড়ে হইবার তেমন কোন কারণ নাই। করোনা পরিস্থিতিতে আর্থিক অবস্থা কিছুটা নড়বড়ে হইয়া উঠিলেও তাহা ইতিমধ্যেই কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে ভারত। কেননা ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই দেশের অর্থনৈতিক মজবুত হইয়াছে। কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা। এই অবস্থান ভবিষ্যতেও বজায় থাকিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। চলতি বছরে একাংশ মন্দায় ঢুকিতে পারে। শুধু মন্দা নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের আর্থিক এবং সামাজিক বিষয়ক দফতরের প্রকাশিত রিপোর্ট বলিয়াছে, বিশ্ব অর্থনীতি শ্লথ হইবে। আর্থিক বৃদ্ধির হার নামিতে পারে ১.৯ শতাংশে। বৃদ্ধির গতি কমিবে বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশেরও। এমন আতঙ্কের খবরের মধ্যে ভারতের জন্য আশার আলো দেখাইয়াছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যতম অর্থনীতিবিদ হামিদ রশিদ। তাঁহার দাবি, বর্তমানে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে একমাত্র ভারতের পায়ের নীচের জমি মজবুত। আগামী বছর ৬.৭ু বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যে হার জি-২০ গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উঁচু।রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে আশঙ্কা, অতিমারি, ইউক্রেনে যুদ্ধ, লাগাতার চড়া মূল্যবৃদ্ধি, জলবায়ু সংক্রান্ত জরুরি পরস্থিতির কারণে এ বছর খাদ্য এবং বিদ্যুতের সঙ্কটই বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির গতি কমাইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারাল অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেন, "চড়া মূল্যবৃদ্ধি, আগ্রাসী সুদ বৃদ্ধি এবং বাড়িতে থাকা অনিশ্চয়তার আবহে একটা বৃহত্তর এবং গুরুতর ঝিমুনি বিশ্ব অর্থনীতিকে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছে।" এই সব কারণেই রিপোর্টে বৃদ্ধির পূর্বাভাস ২০২৩ সালে ১.৯ শতাংশে নামানো হইয়াছে। ২০২২ সালের পূর্বাভাস ছিল ৩ু। ২০২৪ সালের ক্ষেত্রে তা ২.৭ু।বর্তমান সময়ে দেশজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি সকলের কাছেই এক চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে পাইয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও। তবে, এবার এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসিয়াছে। যেটি থেকে জানা গিয়াছে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার এবার কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আইএমএফ-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.৮ শতাংশ থেকে নামিয়া আসিতে পারে ৫ শতাংশে। পাশাপাশি, ২০২৪ সালে এটি ৪ শতাংশে নামিয়া আসিতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। মূলত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের তরফে একটি রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হইয়াছে। বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড্যানিয়েল লেহ বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের মতো ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২২ সালে ৬.৮ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ৫ শতাংশে নামিয়া আসিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ২০২৪ সালে, এটি আরও কমিয়া ৪ শতাংশে নামিয়া আসিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, এটি আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করে। এই প্রসঙ্গে তথ্যের মাধ্যমে আই এম এফ জানাইয়াছে, "বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি" নিয়া একটি রিপোর্ট জারি করা হইয়াছে। যেখানে বলা হইয়াছে, প্রায় ৮৪ শতাংশ দেশে উপভোক্তা মূল্য সূচক-ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে কমিবে। বলা হইয়াছে, বিশ্বজুড়িয়া মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের ৮.৮ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ৬.৬ শতাংশে এবং ২০২৪ সালে ৪.৩ শতাংশে নামিয়া আসিবে। এমতাবস্থায়, করোনার আগে অর্থাৎ ২০১৭-১৯ সালে এটি প্রায় ৩.৫ শতাংশে ছিল। মুদ্রাস্ফীতির কম হওয়ার যে অনুমান করা হইতেছে সেটি আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক জ্বালানির দাম হ্রাস এবং বিশ্বজুড়িয়া দুর্বল চাহিদার কারণে জ্বালানি বহির্ভূত দামের উপর ভিত্তি করে বলা হইতেছে।

খেলতে খেলতে হৃদরোগ স্টেডিয়ামেই মৃত হায়দরাবাদের যুবক

হায়দরাবাদ, ১ মার্চ (হি.স.) : ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে খেলতে খেলতেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। প্রিয় ব্যাডমিন্টন কোর্টেই মৃত্যু হল ওই ব্যক্তির। মৃতের নাম শ্যাম যাদব(৩৮)। তেলেঙ্গানার এক স্টেডিয়ামে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, শ্যাম মঙ্গলবার হায়দরাবাদের একটি স্টেডিয়ামে খেলতে গিয়েছিলেন। প্রতিদিনই নিয়ম করে অফিসের পরে খেলতে যেতেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই শ্যামের শরীর খারাপ হতে শুরু করে। খেলতে খেলতেই ব্যাডমিন্টন কোর্টে লুটিয়ে পড়েন। প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয় শ্যামের। অসুস্থ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আগেই মৃত্যু হয়েছে শ্যামের। মৃত্যুর কারণ হিসাবে বলা হয়, হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় পুলিশও একই কথা জানিয়েছে শ্যামের পরিবারকে।

অটো চুরির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা

সোদপুর, ১ মার্চ (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সোদেপুরের খড়দা এলাকায় অটো চুরির অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা। ধৃত তৃণমূল অটো ইউনিয়নের সম্পাদকের নাম অজিত সাও। কয়েকদিন ধরেই উত্তর চব্বিশ পরগনার কামারহাটি, সোদেপুর ও খড়দার বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরির অভিযোগ সামনে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে অটো চালকের তরফে বারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে। অটো চালকদের অভিযোগের ভিত্তিতে খড়দা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে দেখা গেছে, ডানলপ থেকে ব্যারাকপুর সড়কে এই অটো চুরির ঘটনায় জড়িত ছিলেন তৃণমূল অটো ইউনিয়নের সেক্রেটারি অজিত সাও।গোপন অভিযান চালিয়ে খড়দা স্টেশন রোড থেকে অভিযুক্ত অজিত সাভকে তার অটো সহ গ্রেফতার করেছে খড়দা থানার পুলিশ। চুরি যাওয়া অটো নিয়ে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে খড়দা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় খড়দা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র সায়ন মজুমদার বলেন, কে অভিযোগ করেছে তা তিনি জানেন না। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।ঘটনার বিষয়ে বিজেপি নেতা জয় সাহা বুধবার বলেন, বিভিন্ন জায়গায় অটো চুরি হচ্ছে। তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যাবে তারা কোন কোন জায়গায় অটো চুরি করেছে। এই রুটে বেশিরভাগ অবৈধ অটো চলাচল করে। যাদের সঠিক কাগজপত্র নেই। পুলিশের উচিত নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি তদন্ত করা।

গ্রিসে দু''টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ৩৬ জনের, আগুনে বিস্ফোরিত কয়েকটি বগি

এথেন্স, ১ মার্চ (হি.স.) : গ্রিসে দু''টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৬ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৮৫ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে দু''টি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। লারিসার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী ট্রেনটি থেসালোনিকি এবং লরিসার মধ্যে যাচ্ছিল। দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন ধরে যায়, দু'টি ট্রেনের মধ্যে একটি যাত্রীবাহী ও অপরটি মালবাহী ট্রেন ছিল। দু''টি ট্রেনের সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৮৫ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আগুনে বিস্ফোরিত হয় কয়েকটি বগি।দমকল বিভাগের মুখপাত্র ভাসিলিস ভারথাকোগিয়ানিস জানিয়েছেন, 'দুই ট্রেনের মধ্যে যেভাবে সংঘর্ষ হয়েছে খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যাত্রীদের উদ্ধার করা হচ্ছে।' ট্রেনের ভেতর থেকে উদ্ধার হওয়া এক তরুণ যাত্রী বলেছেন, 'বগির ভেতর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মানুষ চিৎকার চেঁচামেচি করছিল।' লারিসার গভর্নর কন্সতানতিনোস আগরোসতোস বলেছেন, সংঘর্ষ অনেক শক্তিশালী ছিল।

ইউক্রেন যুদ্ধে আলু পুড়ে খাচ্ছে ভারত-চীন

মোজাহিদুল ইসলাম মণ্ডল

ইউক্রেন যুদ্ধ সুস্পষ্ট দুটি প্রতিপক্ষকে সামনে এনেছে। একটি পক্ষে ইউক্রেনসহ পশ্চিমা বিশ্ব। আরেকটি পক্ষে রাশিয়া ও তাঁর পূর্ব ইউরোপের মিত্ররা। দ্বিতীয় পক্ষে শক্তিশালী দেশের সংখ্যা কম। কিন্তু এ দুই পক্ষের বাইরে গিয়ে দুটি দেশ বাণিজ্য চাঙা করেছে। এরা হলো চীন ও ভারত। অবস্থা দৃষ্টিতে, ইউক্রেনের ঘর যখন পুড়ছে, তখন তা নেভানোর চেষ্টা না করে সুযোগ বুঝে সেখানে আলু পোড়া দিয়ে খাওয়ার চেষ্টায় মত্ত রয়েছে এ দুই দেশ।কীভাবে সেটা হচ্ছে, পরিসংখ্যানে নজর দিলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, গত বছরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত রাশিয়া থেকে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করেছে তার মূল্যমান ৩ হাজার ২৮৮ কোটি মার্কিন ডলার (৩ লাখ ৪৫ হাজার ২৪০ কোটি টাকা প্রায়)। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের দেওয়া তথ্য অনুসারে, এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে ঠিক এই সময়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬৫৮ কোটি ডলার। অর্থাৎ ভারত---রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বেড়েছে প্রায় পাঁচ গুণ। রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত সবচেয়ে বেশি কিনেছে তেল। কয়েক মাস ধরে দেশটি থেকে তেল কেনায় রেকর্ড গড়ছে ভারত। ভারতের ইকোনমিক টাইমসের তথ্যানুযায়ী, গত জানুয়ারিতে রাশিয়ার কাছ থেকে দিনে ১৪ লাখ ব্যারেল তেল কিনেছে ভারত। ওই মাসে ভারত বিশ্ববাজার থেকে যত তেল কিনেছে, এর ২৮ শতাংশই কিনেছে রাশিয়া থেকে। অথচ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর আগে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের তেল কেনার পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক ২ শতাংশ। এক বছরে তা ২৮ শতাংশে উঠেছে। অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ওপেকের কাছ থেকে ভারতের তেল কেনা কমেছে। রয়টার্সের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ২০০৮ সালে ভারত ৮৭ শতাংশ তেল কিনেছে ওপেকভুক্ত দেশগুলোর কাছ থেকে। ২০২২ সালে তা নেমে এসেছে ৬৪ দশমিক ৫ শতাংশে। অর্থাৎ নয়া বাস্তবতা হলো, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ওপেকের ওপর তেলের নির্ভরতা কমিয়েছে ভারত।

ভারত পশ্চিমাদের মিত্র। আবার একই সঙ্গে রাশিয়ার পুরোনো বন্ধুও। ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমাদের চাপাচাপির পরও সরাসরি তাদের পাশে দাঁড়ায়নি ভারত। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নতুন যে শীতল যুদ্ধে বিশ্ব জড়িয়ে পড়েছে, ভারত তা থেকে দূরে থাকছে ও সুবিধা নিচ্ছে। এ যুদ্ধের কারণে ইউরোপ রাশিয়ার ওপর থেকে জ্বালানিনির্ভরতা কমাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া বিশ্ববাজারের তুলনায় কম দামে তেল বিক্রি করছে। সেই সুযোগে কম দামে বেশি তেল কিনছে ভারত। ভারতের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করছে পশ্চিমারা। ভারত এতে পাত্তা দিচ্ছে না। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জিজ্ঞাসা করা হয়, ভারত কেন পশ্চিমাদের আপত্তি উপেক্ষা করে রাশিয়ার তেল কিনছে? জবাবে জয়শঙ্কর বলেছেন, যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপ রাশিয়ার তেল কিনেছে ভারতের চেয়ে ছয় গুণ, তাহলে ভারত কেন কিনবে না?

এটাই আসলে বাস্তবতা। রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা শূন্যের কোঠায় আনতে পারেনি ইউরোপ। নিষেধাজ্ঞার পরও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনেছে তারা। রাশিয়ার ওপর জ্বালানিসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছিল, ইউক্রেনে রুশ অভিযানের প্রথম ১০০ দিনে জীবাশ্ম জ্বালানি রপ্তানি করে ৯ হাজার ৩০০ কোটি ইউরো আয় করেছে মস্কো। ফিনল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারে (সিআরইএ) প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, এই আয়ের বেশির ভাগই এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ থেকে। অথচ রাশিয়ার ওপর সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তারাই।

রাশিয়া-চীন বাণিজ্য ফুলে ঢোল এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, আর যারই বন্ধু হোক যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হতে পারবে না চীন। এই দুই দেশের বৈরিতা কত দূর গড়াতে পারে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে টের পাওয়া গেছে। একের পর এক পণ্যে পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল সেই সময়। এমনকি চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে কথার লড়াইও শুরু করেছিলেন ট্রাম্প। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নেই চীনের। ফলে নিষেধাজ্ঞায় পর্যুদস্ত রাশিয়ার সঙ্গে চীনের ব্যবসা করতে চীনের বাধা ছিল না। আর সেটাই হয়েছে। রয়টার্সের খবরে বলা হয়, গত বছর চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার বাণিজ্য নতুন এক রেকর্ড ছুঁয়েছে। এর পরিমাণ ১৯ হাজার কোটি মার্কিন ডলার (১৯ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা প্রায়)। ২০২১ সালের তুলনায় এই বাণিজ্য বেড়েছে ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ। যদিও চীনের যে মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, তা রাশিয়ার সঙ্গে তার বাণিজ্যের প্রায় ৩৩ গুণ। কারণ দুই দেশের মধ্যে যে পরিমাণ বাণিজ্য হয়েছে তা চীনের মোট বাণিজ্যের ৩ শতাংশ। তবে এই বাণিজ্য বাড়ছে। ২০২২ সালের শেষ ছয় মাসে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রথম ছয় মাসের তুলনায় বেড়েছে। রাশিয়া যেসব পণ্য চীনে রপ্তানি করেছে সেসবের মধ্যে অন্যতম তরলীকৃত গ্যাস। রাশিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জ্বালানি প্রতিষ্ঠান গাজপ্রমের দেওয়া তথ্য অনুসারে, পাওয়ার অব সাইবেরিয়া পাইপলাইন ব্যবহার করে চীনে রাশিয়ার তরলীকৃত গ্যাস রপ্তানি বেড়েছে ৫০ শতাংশ। এ ছাড়া অপরিশোধিত তেল রপ্তানি বেড়েছে ১০ শতাংশ। বিশ্লেষকেরা বলছেন, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পেত যদি করোনা মহামারি বাধা না হতো। এর অবশ্য উদাহরণও রয়েছে। যেমন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চীনে করোনার সংক্রমণ বেড়ে যায়। এতে নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে রাশিয়ায় চীনের রপ্তানি কমে যায়।

অনড় অবস্থানে ভারত-চীন

চীন ও ভারত যাতে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য না করে, এ জন্য চেষ্টাচরিত কম করেনি পশ্চিমা বিশ্ব। রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে চীনকে পাশে চেয়েছিল জার্মানি। কিন্তু তাতে রাজি হয়নি চীন। আবার রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে ভারতকে পাশে চেয়েছিল পশ্চিমারা। ভারতও রাজি হয়নি। এমনকি ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব পাসের সময়ও চীন-ভারতকে পাশে পায়নি তারা।

বিপরীতে ভারত তার স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। গত বছরের অক্টোবরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই লাভবান হয়নি। যাঁরা যুদ্ধে জড়িয়েছেন, তাঁরা যেমন লাভবান হননি, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও লাভ হয়নি। ভারতের এ অবস্থানকে ভালোভাবে দেখেনি পশ্চিমারা। তবে ভারত এতে পাত্তা দেয়নি। উল্টো পশ্চিমা মিত্রদের একহাত নিয়েছেন জয়শঙ্কর। গত বছর স্লোভাকিয়ায় একটি সম্মেলনে অংশ নিয়ে রাশিয়া থেকে ইউরোপের দেশগুলোর গ্যাস কেনার বিষয়টি সামনে এনেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, রাশিয়া থেকে গ্যাস কেনা কি যুদ্ধে তহবিল দেওয়ার শামিল নয়? তিনি আসলে ওই সম্মেলনে এটাই বলতে চেয়েছেন, ভারত যদি রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার মাধ্যমে যুদ্ধে অর্থ দিয়ে থাকে, তাহলে ইউরোপ কী করছে? রাশিয়ার কাছ থেকে গ্যাস কিনে তারাও তো যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকেই অর্থ দিচ্ছে।

চীন অবশ্য এ পথে হাঁটেনি। তারা সরাসরি বলে দিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাশিয়া-চীন বাণিজ্য সম্পর্কে ফাটল ধরানো যাবে না। উল্টো ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চীন। ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সামরিক সহায়তা এসেছে পশ্চিমাদের কাছ থেকে। ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়েছে তারা। এই যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র দেওয়া, রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তা নিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমসে নিবন্ধ লেখা হয়েছে। পত্রিকাটি বলছে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক বাণিজ্য রয়েছে সেটা সহ্য করতে পারে না পশ্চিমা বিশ্ব।

ভারত ও চীন তাদের অবস্থানে অনড়। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন না হলে যুদ্ধ যত দিন চলবে, তত দিন লাভবান হবে দুটি দেশ। এখন দেখার বিষয়, পশ্চিমা বিশ্ব ভারত ও চীনের সঙ্গে রাশিয়ার দহরম-মহরম সম্পর্ক কত দিন সহ্য করতে পারে।

ভারত পশ্চিমাদের মিত্র। আবার একই সঙ্গে রাশিয়ার পুরোনো বন্ধুও। ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমাদের চাপাচাপির পরও সরাসরি তাদের পাশে দাঁড়ায়নি ভারত। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নতুন যে শীতল যুদ্ধে বিশ্ব জড়িয়ে পড়েছে, ভারত তা থেকে দূরে থাকছে ও সুবিধা নিচ্ছে। এ যুদ্ধের কারণে ইউরোপ রাশিয়ার ওপর থেকে জ্বালানিনির্ভরতা কমাতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়া বিশ্ববাজারের তুলনায় কম দামে তেল বিক্রি করছে।

দেড়শো বছর পেরিয়ে স্মৃতির জাদুঘরেই ঠাঁই হবে ট্রামের ! কেন উতলা আমবাঙালি ?

বিশ্বদীপ দে

"শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন" লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। সেটা ছিল মহানগরের বুকে নিছকই গভীর রাতের এক দৃশ্য। কিন্তু সতিই বুঝি কলকাতা থেকে মুছে যেতে বসেছে 'শেষ' ট্রাম। দেড়শো বছরে পা দেওয়া আশ্চর্য যানটি আজ এক অনতিক্রম্য কুয়াশার ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কিছুদিন পর তাকে দেখতে হলে বুঝি ছবি আর মিউজিয়ামই ভরসা হয়ে দাঁড়াবে। যদিও একথা সেই অর্থে এখনও বলা যায় না। তবু ২০১১ সালে ৩৭টি রুটে ট্রাম চলত। আজ সেখানে মাত্র দু'টি। ধর্মতলা-গড়িয়াহাট ও বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ। এই দিকে তাকালে কি মনে হয় না অবলুপ্তির পথেই যেতে বসেছে ট্রাম? মনে পাক খায় প্রশ্ন, আর কতদিন?

ট্রামের দেড়শো বছর উপলক্ষে শুরু হয়ে গিয়েছে ঝলমলে উৎসব। শহর জুড়ে চলছে উদযাপন। তবু এরই মধ্যে রয়ে গিয়েছে আবেগে থরথর দাবি। ট্রাম যেন হারিয়ে না যায়। সেই সব আন্দোলনের মাঝে তাই দ্বিধার কাঁটাকে নির্মূল বলা যাচ্ছে না মোটেই। তাই সংশয় রয়েই গিয়েছে। কিন্তু এত দাবি সত্ত্বেও সতিই কি বাঁচানো যাবে ট্রামকে?

গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে ট্রাম ছিল আমজনতার ভরসার এক অন্যতম যান। অথচ শুরুর দিকে সেই আঁচ মোটেও মেলেনি। ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি যেদিন শহরের পথে প্রথম ছুটতে শুরু করল দুই বগির গাড়িটি, কে আর ভেবেছিল কয়েক দশকের মধ্যে ট্রাম কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে! ঘোড়ায় টানা ট্রাম সেদিন ছুটেছিল শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। ভায়া বউবাজার স্ট্রিট, ডালহৌসি স্কোয়ার ও স্ট্র্যান্ড রোড। সবশুদ্ধ ৩.৯ কিলোমিটারের যাত্রাপথ। তাতেই তৈরি হল ইতিহাস। তবে সেই সময় কেবলই মাল পরিবহণ। কিন্তু কয়েক মাস ঘুরতে না ঘুরতে থমকে গিয়েছিল পরিষেবা। ১৮৭৩ সালের ২০ নভেম্বর বন্ধ করে দেওয়া হল ট্রাম চলাচল। নতুন করে ফের ট্রাম পরিষেবা শুরু হল বছর সাতেক বাদে। সেটা ১৮৮০ সাল, ২২ ডিসেম্বর। সেই বছরই স্থাপিত হয়েছিল ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানি। নয়া উদ্যমে ছুটতে শুরু করল ট্রাম। ছুটতে ছুটতে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে সে।

প্রথমে কেবলই ঘোড়ায় টানা ট্রাম। একাজে দারুণ পটু ছিল অস্ট্রেলিয়ার ঘোড়া। এরপর অল্প সময় নাকি স্টিম ইঞ্জিনে চালিত ট্রামও চালানো হয়েছিল। অবশেষে ১৯০০ সালে এল ইলেকট্রিক ট্রাম। সেই ট্রামের প্রথম রুট এসপ্ল্যানেড-খিদিরপুর। তারপর একে একে নতুন নতুন রুট। সব ট্রামই হয়ে গেল ইলেকট্রিক। নিত্যযাত্রীদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হতে থাকে ট্রাম। সাতের দশকে এসে তা দাঁড়াল ৫২টি রুটে। অথচ ট্রামের অস্তিত্ব সংকট কিন্তু আজকের নয়। ১৯৩৩ সালে কানপুরের ট্রাম পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেল। একে একে চেন্নাই, দিল্লি ও মুম্বইয়েও বন্ধ হয়ে যায় ট্রাম চলাচল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল ট্রাম কিন্তু বন্ধ হয়নি কলকাতায়। আসলে ততদিনে এই শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গিয়েছে এই যান। একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে। সেই সময়ের

সাহিত্য-সিনেমায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ট্রাম, সেদিকে লক্ষ রাখলেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলা যায়। রবীন্দ্রনাথের কলমে আঁকা রয়েছে ট্রামের কন্ডাকটরের ছবি- "ট্রাম-কন্ডাকটর,/ হুইসেলে ফুঁক দিয়ে শহরের বুক দিয়ে/ বারো-আনা বাকি তার মাথাটার তেলো যে,/ চিরুনির চালাচালি শেষ হয়ে এল যে।" আবার 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় রয়েছে "নাম তার কমলা/ দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা।/ সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়।/ আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।" আবার সতজিতের 'মহানগর' ছবি জুড়ে ট্রামের কী অসামান্য প্রয়োগ। ছবির শুরুতেই স্ক্রিন জুড়ে ট্রামের 'টিকি'। ক্রমে ট্রামের আসনে বসে থাকা অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মুখ। শুরু হয় এক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনের কাহিনি। মধ্যবিত্তর জীবনকে আঁকতে বসে সেদিন ট্রামকে এভাবেই ব্যবহার করেছিলেন সতজিৎ। আবার মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' ছবিতেও ট্রামের ভিড়ে রঞ্জিৎ মল্লিককে মনে পড়ে। এমন উদাহরণ অসংখ্য। একসময় কলকাতার ৪৯ মাইলেরও বেশি অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ট্রামলাইন বাঙালির দৈনন্দিন বেঁচে থাকার কত গভীরে পৌঁছে গিয়েছিল তা বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। 'ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা' হরলিক্সের সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপন মনে পড়ে? কিংবা 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র গানে 'শহরের উষ্ণতম দিনে পুরনো মিছিলে পুরনো ট্রামেদের সারি'? এবং জীবনানন্দ। তাঁর জীবনের যতিচিহ্ন হয়ে জুড়ে গিয়েছে ট্রাম। একদিন তিনিই 'একটি নক্ষত্র আসে' কবিতায় নির্মাণ করেছিলেন রাতের কলকাতার এক অনির্বচনীয় দৃশ্য- শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ,/ কলকাতা এখন/ জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;/ চারিদিকে ঘর বাড়ি পোড়ো-সাঁকো সমাধির ভিড়।" তারপর একদিন এক উদাসী বিকেলে সেই দুর্ঘটনা। ট্রামের ক্যাচারে আটকে গিয়েছিল কবির দেহ। বাড়ি আর ফেরা হয়নি তাঁর। 'ঘাতক' ট্রামটিও নাকি পরে পুড়ে গিয়েছিল আগুনে! আজও কবিতামুখী তরুণরা খুঁজে বেড়ান সেই জায়গাটা যেখানে জীবনানন্দের শরীরে আছড়ে পড়েছিল ট্রাম। কেবল কবিতা-চলচ্চিত্রই তো নয়। ছেচল্লিশের দাঙ্গার দগদগে স্মৃতিতেও মিশে রয়েছে ট্রাম শ্রমিকদের প্রতিরোধের কাহিনি। কিংবা এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর অভিযোগে প্রতিবাদ? ট্রাম পুড়িয়ে দেওয়া? রাজনীতির আঁচও কম পোয়াতে হয়নি ট্রামকে। শহরের হর্ষ-বিষাদের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে সে।

কিন্তু যত বেশি করে শহরের রাজপথে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে বাস, তত গুরুত্ব হারাতে থেকেছে ট্রাম। ক্রমে শুরু হল অটোর রাজত্বও। আরও গুরুত্বহীন হয়ে গেল ট্রাম। গত তিন দশকে তার অবস্থান খানিকটা 'ভিন্টেজ' গাড়ির মতোই। দৃষ্টিনন্দন, ঐতিহ্যবাহী কিন্তু গতির সামনে অসহায়। তাছাড়া ট্রামকে যেহেতু নির্দিষ্ট লাইন দিয়ে চলতে হয়, তাই সেই অঞ্চলে অন্য যানবাহনের চলাটা একটু কঠিনই হয়ে যায়। যুক্তি এমন হাজারও রয়েছে। তবুও ট্রাম মুছে যাবে, এটা ভাবতে কার ভাল লাগে? তবে আশার কথা 'আলো ক্রমে আসিতেছে'। রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ট্রাম তোলার পক্ষপাতী নয় তারাও। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী আশ্বাসের কথাই শুনিয়েছেন। বলেছেন, হয়তো সব রুটে ট্রাম আর চালানো যাচ্ছে না। কিন্তু সরকারের কোনও উদ্দেশ্যই নেই ট্রাম তুলে দেওয়ার। আর এই নিয়ে সরকার বৈঠকও করছে কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের সঙ্গে। ট্রামের দেড়শো বছরের উদযাপনের সময় এ বড়ই আশার কথা। আপাতত সেই আশাকে সঙ্গে নিয়েই দিনযাপন এই শহরের নস্ট্যালজিয়ায় ভোগা মানুষদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব আদালতের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে আগামী ২ দিনের মধ্যে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, শুক্রবারের মধ্যে এ বিষয়ে রাজ্যকে তথ্য দিতে হবে। আদালতে জমা দিতে হবে কেস ডায়েরিও। আগামী শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় আবার এই মামলার শুনানি রয়েছে। প্রসঙ্গত গত শনিবার কোচবিহারের দিনহাটায় নিশীথের জনসংযোগ কর্মসূচি চলার সময় হামলা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, এই হামলা পূর্ব পরিকল্পিত। তৃণমূলের পাল্টা দাবি নিশীথ প্রামাণিকই প্ররোচনা ছড়িয়েছেন। তার ফলে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ হয়। নিশীথের কনভয়ে হামলায় ঘটনায় এই জনস্বার্থ মামলাটি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তাঁর আইনজীবীর সওয়াল করেন, শনিবারের ওই ঘটনা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। আগে থেকেই দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহের প্ররোচনা ছিল। তার পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কনভয় এবং গাড়িতে শাসকদলের কর্মীরা হামলা চালান। ঢিল ছোড়া হয়, বোমা মারা হয়। লাঠি নিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়। তাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর গাড়ির কাচ ভেঙে গিয়েছে। এমনকি, তাঁর জীবনহানিও হতে পারত। একই সঙ্গে তৃণমূল যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন মামলাকারীর আইনজীবী।

কোভিড সংক্রমণ ফের উর্ধ্বমুখী; ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ২,৩৩৫, মৃত্যু আরও একজনের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনার বাড়বাড়ন্ত ফের বাড়ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৪০ জন।

এই সময়ে নতুন করে একজনের মৃত্যু হয়েছে রাজস্থানে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৪০ জন, দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৬,৬১১-তে পৌঁছেছে, একজনের মৃত্যুর পর মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭৭২ জনের। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৩৩৫-এ পৌঁছেছে।

এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১, ৫৩,৫০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৩৪৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩, ৯৪,২৩২।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর.) জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,১৪, ৪৪৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ফের বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, ৫০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে কলকাতায় নতুন মূল্য ১১২৯ টাকা

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.): মধ্যবিত্তের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল, মঙ্গলবার মধ্যরাতে গৃহস্থের হেঁশেলের রান্নার গ্যাসের (১৪.২ কেজির) দাম বাড়ল আরও ৫০ টাকা। ফলে কলকাতায় একটি সিলিন্ডার কিনতে এখন থেকে খরচ হবে ১১২৯ টাকা। এর আগে শেষ বার তার দাম বেড়েছিল গত বছরের ৬ জুলাই। দিল্লিতে ১৪.২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ১১০৩ টাকা।

হোটেল-রেস্তরাঁয় ব্যবহৃত বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের (১৯ কেজি) দামও বেড়েছে অনেকটাই। কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের ৩৫২ টাকা বেড়ে ২২২১.৫০ টাকা হয়েছে। দিল্লিতে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হয়েছে ২১১৯.৫০ টাকা। ১ মার্চ, বুধবার থেকেই নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।

তিলোত্তমার পারদ পৌঁছল ২৩.৩ ডিগ্রিতে, সকালের মৃদু ঠান্ডা উধাও হচ্ছে বেলা বাড়তেই

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.): আপাতত ২৩ ডিগ্রির ঘরেই থাকল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ২৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন ভোরের দিকে মৃদু ঠান্ডা থাকলেও, বেলা বাড়তেই ধীরে ধীরে বেড়েছে গরম। সকালের মৃদু ঠান্ডা উধাও হয়েছে বেলা বাড়তেই, আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়তে পারে তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া মূলত শুকনো থাকবে। বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। মার্চে গরম ক্রমশ বাড়তে থাকবে। রঙের উৎসব দোল ও হোলি এবার গরমেই কাটতে পারে, সেই সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে। ফলে দোলের সময়ে যে মনোরম পরিবেশ একটা পাওয়া যায়, তা এবার একেবারেই থাকছে না। প্রবল গরমেই বসন্ত উৎসব পালন করতে হবে দক্ষিণবঙ্গের মানুষজনকে।

গ্রিসে দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু ২৬ জনের, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮৫

এথেন্স, ১ মার্চ (হি.স.): গ্রিসে দু''টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৮৫ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতে দু''টি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। লারিসার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী ট্রেনটি থেসালোনিকি এবং লরিসার মধ্যে যাচ্ছিল। দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন ধরে যায়, দু'টি ট্রেনের মধ্যে একটি যাত্রীবাহী ও অপরটি মালবাহী ট্রেন ছিল।

দমকল বিভাগের মুখপাত্র ভাসিলিস ভারথাকোগিয়ানিস জানিয়েছেন, 'দুই ট্রেনের মধ্যে যেভাবে সংঘর্ষ হয়েছে খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে যাত্রীদের উদ্ধার করা হচ্ছে।' ট্রেনের ভেতর থেকে উদ্ধার হওয়া এক তরুণ যাত্রী বলেছেন, 'বগির ভেতর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মানুষ চিৎকার চেঁচামেচি করছিল।' লারিসার গভর্নর কন্সতানতিনোস আগরোসতোস বলেছেন, সংঘর্ষ অনেক শক্তিশালী ছিল। যাত্রীবাহী ট্রেনটির চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দু''টি বগি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ট্রেনের ভেতর থেকে প্রায় ২৫০ জনকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। যাত্রীবাহী ট্রেনটিতে ৩৫০ জনের মতো যাত্রী ছিলেন।

যে নতুন শহরগুলি গড়ে উঠছে তা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নয়া পরিচয় তৈরি করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): যে নতুন শহরগুলি দেশে গড়ে উঠছে তা একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নতুন পরিচয় তৈরি করবে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বাজেট পরবর্তী একটি ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতে দ্রুত নগরায়নের পাশাপাশি ভবিষ্যতমূলল পরিকাঠামো তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। বুধবার 'নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও স্যানিটেশন''''''' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিনের ওয়েবিনারে বলেছেন, শহর পরিকল্পনা এবং এই সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবনী ধারনা নিয়ে আসা উচিত, তা হতে পারে জিআইএস ভিত্তিক মাস্টার প্ল্যানিং, দক্ষ মানব সম্পদ বা সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এখন বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে শহরগুলিকে আবর্জনার পাহাড় থেকে মুক্ত করার কাজ চলছে। নগর উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল পরিবহন পরিকল্পনা। সবুজ গতিশীলতা, রাস্তা প্রশস্তকরণ, এমন কিছু বিষয় যা আমাদের পরিবহন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।'

বিজেপিতে যোগ দিলেন ভাস্কর রাও, বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাজ দেখেই সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ (হি.স.): আম আদমি পার্টি (আপ)-কর বড়সড় ধাক্কা দিলেন বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে বুধবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ভাস্কর রাও। এদিন সকালে বেঙ্গালুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ভাস্কর রাও।

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ভাস্কর রাও জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। আম আদমি পার্টিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। একটি বহুজাতিক সংস্থার মতো পরিচালিত হয় আপ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে অনুদান সংগ্রহ করা হয়।

বেঙ্গালুরুর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি বিজেপিতে আরও অবদান রাখতে পারব। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। আপ বড় হওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা একটি গোষ্ঠীর হাতে, এটা লজ্জাজনক যে তাঁদের দলের মন্ত্রী জেলে। দলে কোনও স্বচ্ছতা নেই।

জি-টোয়েন্টি বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক বসছে ২ মার্চ, অংশ নেবেন ৪০ জন প্রতিনিধি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ ভারতের জি-টোয়েন্টি পৌরহিত্যে জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হবে। অনুষ্ঠানস্থল হবে রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ৪০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, প্রথম অধিবেশনে বহুপাক্ষিকতা, খাদ্য ও জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অধিবেশনে চার অথবা পাঁচটি মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে। বুধবার জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে আসতে পারছেন না জাপানের বিদেশমন্ত্রী, এ বিষয়ে বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, আমরা বুঝতে পেরেছি জাপানের বিদেশমন্ত্রী তাঁর অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার কারণে আসতে পারছেন না, তবে আমরা খুব সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য উন্মুখ, জাপানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় সক্রিয় সমর্থনের অপেক্ষায় আছি। বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা বলেছেন, অর্থনৈতিক প্রভাব এবং উন্নয়নের উপর প্রভাব-সহ বিশ্বের উপর রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের প্রভাবের বিষয়গুলিও বৈঠকে আলোচিত হবে।

এদিন বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। এদিন সকালে তিনি ব্রিটেনের বিদেশ সচিব জেমস ক্লিভারলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। মেক্সিকোর বিদেশমন্ত্রী মার্সেলো এব্রার্ড কাসাউবনের সঙ্গেও দেখা করেছেন।

২ মার্চ রাইসিনা সংলাপের অষ্টম সংস্করণের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী, প্রধান অতিথি জর্জিয়া মেলোনি

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : 'রাইসিনা সংলাপ'-এর অষ্টম সংস্করণ বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে শুরু হচ্ছে। চলবে আগামী চৌঠা মার্চ পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল নতুন দিল্লিতে এই আলোচনা মালার সূচনা করবেন।

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলানি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। বৃহস্পতিবারই দু''''দিনের সফরে ভারতে আসছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী। এ বছরের 'রাইসিনা সংলাপ'-এর মূল বিষয় বস্তু হল 'প্ররোচনা, অনিশ্চয়তা ও অশান্তির ঝড়ের মধ্যে নতুন আশার আলো'।

স্কুলের হস্টেলে ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, খুনের অভিযোগ পরিবারের

বোলপুর, ১ মার্চ (হি.স.) : স্কুলের হস্টেলে এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমের লাভপুর জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। ওই ছাত্রীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। মৃত ছাত্রীর নাম রনিজা পারভিন (১৮)। বাড়ি ময়ূরেশ্বর থানার ঢেকা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোগাছি গ্রামে। সে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী ছিল।

ওই ছাত্রীর মামা বলেন, 'ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ওই স্কুলে পড়ত রনিজা। সে মেধাবী ছাত্রী ছিল। বুধবার সকালে স্কুল থেকে বলা হয়, ভাগ্নির স্ট্রোক হয়েছে। লাভপুর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি সে মারা গিয়েছে। আমাদের ধারণা, ভাগ্নিকে খুন করা হয়েছে। আমরা সেই মর্মে থানায় অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' যদিও ওই ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শিশুর মৃত্যু! শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা চলছিল কলকাতার হাসপাতালে

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : অ্যাডিনোভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও একটি শিশুর মৃত্যু হল। তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিল শিশুটি। নারকেলডাঙার বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে দিন সাতেক আগেই ভর্তি করানো হয়েছিল শিশুটিকে। মঙ্গলবার রাত ৯.৫০ মিনিটে মৃত্যু হয় তার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটির মৃত্যুর শংসাপত্রে জানিয়েছেন, অ্যাডিনোভাইরাস থেকে হওয়া নিউমোনিয়ার কারণেই তীব্র শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয়েছে তার।

এই নিয়ে গত শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে ১৩টি শিশুর মৃত্যু হল। এদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের শরীরে অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণও পাওয়া গিয়েছে। অ্যাডিনোভাইরাসের এই বাড়বাড়ন্ত স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়াচ্ছে।

তিন মাসের শীতের ছুটি শেষ, ফের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে গেল কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ১ মার্চ (হি.স.) : ফের প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ভূস্বর্গ! দীর্ঘ তিন মাসের শীতকালীন ছুটির পর আবারও স্কুলে যাওয়া শুরু করল জম্মু-কাশ্মীরের ছাত্র-ছাত্রীরা। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের সর্বত্রই বুধবার থেকে খুলে গিয়েছে স্কুল। ইউনিফর্ম পরিহিত পড়ুয়াদের সকাল থেকে নিজ নিজ স্কুলে যেতে দেখা গিয়েছে, স্কুল শিক্ষা বিভাগ শ্রীনগর শহরে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্কুলের সময় পরিবর্তন করেছে। পুঞ্চ জেলার শীতকালীন অঞ্চলেও স্কুলগুলি খোলা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলগুলিতে ১ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি শীতকালীন ছুটি ছিল, ১২ ডিসেম্বর থেকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলগুলিতে ১৯ ডিসেম্বর থেকে শীতকালীন ছুটি। দীর্ঘ তিন মাসের সেই ছুটি ১ মার্চ, বুধবার শেষ হয়েছে।

কাশ্মীরের পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টি, গুলমার্গে ৫ সেন্টিমিটার জমল বরফ

শ্রীনগর, ১ মার্চ (হি. স.) : নতুন করে ফের তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরে, কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে মঙ্গলবার রাত থেকে অনর্গল তুষারপাত হয়েছে। সমতলে হয়েছে বৃষ্টি ও পাহাড়ে হয়েছে তুষারপাত। নতুন করে সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে কাশ্মীর উপত্যকা। গুলমার্গে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টাও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৩-৭ মার্চের মধ্যেও আবহাওয়া এমনই থাকবে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত) শ্রীনগরে ০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, পহেলগামে বৃষ্টি হয়েছে ০.৭ মিলিমিটার।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের পর আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠলেও, পারদ একটু চড়েছে সর্বত্রই। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ ও কার্গিলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে মাইনাস ৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও মাইনাস ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তৃণমূলের দিদির দূত কর্মসূচির পালটা হিসেব গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু সিপি (আই)এমের

নকশালবাড়ি, ১ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের দিদির দূত কর্মসূচির পালটা হিসেব গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করল সিপি (আই) এম। মোট ১২টি দাবি নিয়ে সিপি (আই) এমের এই গণস্বাক্ষর অভিযান চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত।

বুধবার নকশালবাড়ি বাজারে ব্যবসায়ীদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপি (আই) এমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, সিটু নেতা গৌতম ঘোষ, বিকাশ চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ ঘোষ সহ অন্যরা। শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অফিস অভিযান করা হবে। নকশালবাড়ি বাজার থেকে বুধবার সিপি (আই) এমের গণস্বাক্ষর কর্মসূচি শুরু হয়। সমন পাঠক বলেন, 'আমরা ১৫ দিনে এক লক্ষ মানুষের কাছে যাব এবং এই সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরে ১২টি দাবিতে স্বাক্ষর নেব। এ মাসের শেষে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অফিস অভিযান করা হবে।'

পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে আচমকা পরীক্ষাকেন্দ্রে হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে আচমকা পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার দিনে ভবানীপুরে ইউনাইটেড মিশনারি গার্লস হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে পরীক্ষা দিতে আসা পড়ুয়ারা আপ্লুত হয়ে পড়ে। পরীক্ষা হলে ঢোকার আগে বেশ কিছু ছাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করে। স্কুলের বাইরে থাকা অভিভাবকরাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী তথা তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সিও।

উল্লেখ্য মঙ্গলবারও কলকাতায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন সকালে ভবানীপুর গার্লস হাইস্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যান রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাও জানান তিনি। পরীক্ষার্থীরা মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে প্রণামও করে।

উমেশ পাল হত্যা মামলা
বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল অভিযুক্তের বাড়ি

প্রয়াগরাজ, ১ মার্চ (হি.স.): বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হল উমেশ পাল হত্যা মামলার অভিযুক্ত জাফর আহমেদের বাড়ি। জাফর আবার গ্যাংস্টার আতিক আহমেদের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। বুধবার বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জাফর আহমেদের বাড়ি। বিধায়ক রাজু পাল হত্যা মামলার সাক্ষী উমেশ পাল খুনীদের মধ্যে অন্যতম আরবাজকে ইতিমধ্যেই এনকাউন্টারে খতম করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ। এবার এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বাড়ি-সহ অন্যান্য স্থানে বুলডোজার চালানো হয়েছে।

এদিকে, প্রয়াগরাজের বিএসপি বিধায়ক রাজু পাল হত্যাকাণ্ডের মূল সাক্ষী উমেশ পালকে খুনের ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সাদাকত খানের সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের ছবি ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। আর তা নিয়ে বুধবার বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং বলেছেন, এখন সময় এসেছে, অখিলেশ যাদবের এ বিষয়ে উত্তর দেওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে তাঁর ৭২তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লিখছেন, "বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি তার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করছি"।

এদিন সারা দেশের প্রবীণ নেতারা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার দুজনেই পুরনো বন্ধু।

বুধবার থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত হাওড়া শাখায় বাতিল একাধিক ট্রেন

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : রেল লাইনে কাজের জন্য হাওড়া শাখায় লিলুয়া-বর্ধমান লাইনে একগুচ্ছ ট্রেন বাতিল করল পূর্ব রেল। বুধবার থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১৪টি লোকাল ট্রেন বাতিল করেছে রেল। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মঙ্গলবার পূর্ব রেলের তরফে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। টানা এক মাস ট্রেন বাতিলের জেরে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, হাওড়া শাখায় লিলুয়া-বর্ধমান লাইনে রেললাইনে সংস্কার-সহ উন্নতমানের ওভারহেড যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ চলবে। মূলত হাই স্পিড ট্রেন চলাচলের জন্য এই মেরামতির কাজ করা হবে। আর সেই কারণে মার্চ মাসের ১ তারিখ অর্থাৎ বুধবার থেকেই ওই লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং লোকাল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হবে। লোকাল ট্রেনের এই পরিষেবা বন্ধ থাকবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

১ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে ১৪টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, হাওড়া থেকে ৩৭৬১১, ৩৭৮১৫, ৩৭৩৪৩, ৩৬০৭১, ৩৭০১১, ৩৬৮২৫ এবং ৩৬০৮৫ লোকাল ট্রেন বাতিল করা রয়েছে। বর্ধমান থেকে ৩৭৮৩৪ ও ৩৭৮৪০ দু'টি লোকাল বাতিল করা হয়েছে। পাণ্ডুয়া থেকে রওনা দেওয়া ৩৭৬১৪ ট্রেনটি বাতিল হয় হয়েছে। এ ছাড়াও বাতিলের এই তালিকায় রয়েছে তারকেশ্বর (৩৭৩৫৪), গুড়াপ (৩৬০৭২), শ্রীরামপুর (৩৭০১২) এবং মশাগ্রাম (৩৬০৮৬) থেকে ১টি করে লোকাল ট্রেন। রেল লাইনে কাজের স্বার্থে এই ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্তে যাত্রীদের অসুবিধা হবে, তা সত্ত্বেও উন্নয়নের স্বার্থে যাত্রীদের সহযোগিতা করার আবেদন জানিয়েছে পূর্ব রেল।

১০৯ রানে গুটিয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস, পাঁচ উইকেট কুনেম্যানের

ইন্দোর, ১ মার্চ (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়া বোলার ম্যাথু কুনেম্যান আর নেথান লায়নের বিষাক্ত ঘূর্ণিতে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে মধ্যাহ্ন বিরতির পরে ১০৯ রানে গুটিয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। মধ্যাহ্নহ্ন বিরতির পরে মাত্র ৪৪ বল খেলতে পেরেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ৯ ওভার বল করে মাত্র ১৬ রান দিয়ে কুনেম্যান নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। আর ৩৫ ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়েছেন নেথান লায়ন। অক্ষর প্যাটেল অপরাজিত থেকে গিয়েছেন ১২ রানে।

সাত উইকেটে ৮৪ রান নিয়ে মধ্যাহ্ন বিরতিতে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। ক্রিজে অপরাজিত ছিলেন দুই ব্যাটসম্যান অক্ষর প্যাটেল ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। মধ্যাহ্ন বিরতির পরেই ভারতীয় শিবিরে ফের আঘাত হানেন কুনেম্যান। ১২ বল খেলে ৩ রান করে অ্যালেক্স ক্যারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এর পরে জুটি বেঁধে অক্ষর প্যাটেল ও উমেশ যাদব দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালান। যখন উইকেটে আগলে থাকার প্রয়োজন ছিল তখন একদিনের মতো মারকাটারি ব্যাটিং করতে থাকেন উমেশ যাদব। আর তার মূল্য চোকাতে হয়। কুনেম্যানের বিষাক্ত বল বুঝতে না পেরে পায়ে লাগিয়ে লেগ বিফোর উইকেট হয়ে ফিরে যান তিনি।

উমেশ যাদব ফেরার পরেই ভারতের ভাগ্যলিখন পরিষ্কার হয়ে যায়। অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে জোট বাঁধেন বোলার মহম্মদ সিরাজ। নেথান লায়নের বলে রান নিতে গিয়ে ট্র্যাভিস হেডের ছোড়া দুর্দান্ত থ্রোয়ে রান আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। মাত্র ৩৩ ওভার ২ বলে ১০৯ গুটিয়ে যায় ভারতের প্রথম ইনিংস।

চিটফান্ড মামলায় হানা ইডির, তল্লাশি ব্যবসায়ী ও আইনজীবীর বাড়িতে

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : মঙ্গলবারের পর বুধবারও শহরে শুরু হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তল্লাশি অভিযান। তবে এ বার কলকাতার সঙ্গে জুড়ল হাওড়াও।বুধবার সকালে কলকাতার কেয়াতলা রোডে এক ব্যবসায়ী এবং আলিপুরের এক আইনজীবীর বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি হাওড়ার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও পৌঁছন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকেরা। তবে ইডি সূত্রে খবর, এই সব ক'টি অভিযান একটি মামলার সূত্রে নয়। একাধিক মামলার তদন্তে চালানো হচ্ছে এই তল্লাশি অভিযান। যার মধ্যে সারদা মামলাও রয়েছে।এর আগেও আলিপুরের বর্ধমানের রোডের ওই আইনজীবী ইডি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি পড়েছিলেন। সূত্রের খবর, চিটফান্ড মামলায় একাধিক প্রভাবশালীর হয়ে আইনি লড়াই লড়েছিলেন এই আইনজীবী। তাঁর কাছে লেনদেনের তথ্যও রয়েছে বলে অনুমান ইডি আধিকারিকদের। সেই কারণেই এই তল্লাশি। এদিন বেশ কিছু নথি দেখিয়ে ওই আইনজীবীকে জেরা করা হচ্ছে বলে খবর।২৪ ঘণ্টা আগেই ভবানীপুর এলাকায় পিজি হাসপাতালের পিছন দিকের একটি পাড়ায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। আর্থিক তছরুপের তদন্তকারী এই কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছিল, মঙ্গলবারের ওই তল্লাশি অভিযানের সঙ্গে মোবাইল গেমিং প্রতারণা কাণ্ডের যোগ রয়েছে।প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরেই মোবাইল গেমের অ্যাপ বানিয়ে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা চক্র ফাঁস করেছিল ইডি। ই-নাগেটস্ নামের ওই গেমিং অ্যাপে কোটি কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সির লেনদেনের প্রমাণও পেয়েছিল তারা। বুধবার সকালে কলকাতার দু'টি এলাকায় তল্লাশি অভিযানের সঙ্গে সেই মামলারই যোগ আছে কি না তা অবশ্য ইডি সূত্রে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

উহানের ল্যাব থেকেই কোভিড-১৯ ভাইরাসের উত্থান : এফবিআই ডিরেক্টর

ওয়াশিংটন, ১ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ সংক্রমণ খুব সম্ভবত উহানের ল্যাব থেকে ছড়িয়েছে। এমনটাই মনে করছেন এফবিআই প্রধান ক্রিস্টোফার রে। তিনি জানিয়েছেন, 'এফবিআই বেশ কিছুদিন ধরে তদন্ত করেছে এবং মনে হচ্ছে কোনও একটি গবেষণাগার থেকেই কোভিড মহামারির উৎপত্তি।'

করোনাভাইরাস মহামারির উদ্ভব নিয়ে এই প্রথম জনসমক্ষে বক্তব্য দিল এফবিআই। এফবিআই টুইট করে জানিয়েছে, এফবিআই ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার রে নিশ্চিত করেছেন, কোভিড -১৯ মহামারীর উৎস সম্ভবত চিনের উহানের একটি ল্যাব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তবে চিন এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলছে উহানের গবেষণাগার থেকে করোনাভাইরাস ছড়ায়নি এবং এফবিআইয়ের এমন দাবিকে তারা মানহানিকর বলে মন্তব্য করেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মেদ কমাতে কার্যকরী যেসব মশলা

বর্তমানে বাড়তি এক দুশ্চিন্তার নাম মেদ। কারণ মেদ বাড়লে শুধু সৌন্দর্যই নষ্ট হয় না, দেখা দিতে পারে নানারকম অসুখও। সেইসঙ্গে ওজন তো বাড়েই। আর সুস্থ থাকার জন্য ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি সেকথা তো সবারই জানা। অনেক সময় নানা কসরত করেও কমে না ওজন। তবে খাবারের বিষয়ে সচেতন হলে মেদ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

এমনকিছু মশলা আছে যেগুলো আমাদের মেদ কমাতে সাহায্য করে। চলুন জেনে নেয়া যাক সেসব মশলা সম্পর্কে- আদা খেলে কী হয় মেদ দূর করার জন্য খেতে পারেন আদা। এটি আমাদের পাচনতন্ত্রে জমে থাকা খাবার পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। তাই আদা খেলে মেদ জমার সুযোগ পায় না। আর মেদ না জমলে ওজন সহজেই নিয়ন্ত্রণে থাকে। নিয়মিত আদার রস খেলে তা শরীরের বাড়তি চর্বি ঝরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। দারুচিনি খাবেন যে কারণে রান্নার স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াতে ব্যবহার করা হয় দারুচিনি। শুধু তাই নয়, এটি আমাদের শরীরের জন্যও নানা কাজে লাগে। আপনি যদি প্রতিদিন সামান্য দারুচিনি খেতে পারেন তবে বারে বারে ক্ষুধা লাগার সমস্যা কমবে। পাশাপাশি এটি বাড়তি মেদ ঝরাতেও সমান কার্যকরী।

এলাচের উপকারিতা এলাচ সুগন্ধের জন্য পরিচিত মশলা। এতে রয়েছে টর্পিন, টপিনিনোল, সিনিওল, এসিটেট, টপিনিল ইত্যাদি উপকারী রাসায়নিক উপাদান। এই উপাদানগুলো শরীরে জমে থাকা বাড়তি মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। তাই নিয়মিত এলাচ খেলে মেদ ঝরানো সহজ হবে। হলুদে মিলবে উপকার

নিঃসন্দেহে একটি উপকারী মশলার নাম হলো হলুদ। রূপচর্চা থেকে শুরু করে রান্নাঘর- হলুদ সবক্ষেত্রেই কার্যকরী। ত্বক ভালো রাখার জন্য গরম দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। একে গোল্ডেন মিল্কও বলা হয়। হলুদের একটি বিশেষ গুণ হলো এটি আমাদের শরীরে ফ্যাট টিস্যু তৈরি হতে বাধা দেয়। যে কারণে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে। কাঁচা মরিচ কেন খাবেন ভিটামিন সি এর অন্যতম উত হলো কাঁচা মরিচ। নিয়মিত কাঁচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস করলে তা আপনাকে নানাভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। কাঁচা মরিচে আছে ক্যাপসিসিন নামক উপাদান যা ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি আমাদের বিপাকক্রিয়া দ্রুততর করে অতিরিক্ত ক্যালরি ঝরাতে সাহায্য করে।

খালি পেটে খেজুর ও কিসমিস খাওয়ার বিশেষ কিছু উপকারগুলো জানুন

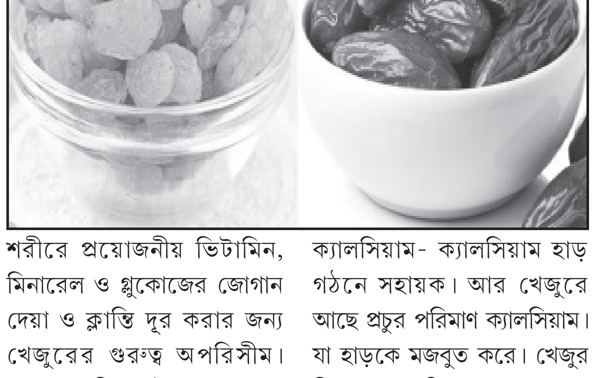

শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল ও গ্লুকোজের জোগান দেয়া ও ক্লান্তি দূর করার জন্য খেজুরের গুরুত্ব অপরিসীম। সকালে খালি পেটে খেজুর খেলে যে উপকারগুলো হয়, তা জেনে নিন। খেজুরে আছে প্রচুর শক্তি, এমাইনো এসিড, শর্করা ভিটামিন ও মিনারেল। আমাদেরকে দীর্ঘ সময় খালি পেটে থাকতে হয়, যার কারণে আমাদের দেহে প্রচুর গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেয়।

তখন এই খেজুর আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজের ঘাটতি যোগান দিতে সাহায্য করে। চলুন, এক নজরে দেখে নেয়া যাক খেজুরের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা- কোলেস্টেরল এবং ফ্যাট- খেজুরে কোনও কোলেস্টেরল এবং চর্বি বাড়তি পরিমাণে থাকে না। যার ফলে আপনি যখন সহজেই খেজুর খাওয়া শুরু করবেন, তখন অন্যান্য ক্ষতিকর ও চর্বি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

প্রোটিন- আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। খেজুর হল প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। ফলে আমাদের পেশী গঠন করতে সহায়তা করে এবং শরীরের জন্য খুব অপরিহার্য প্রোটিন সরবরাহ করে। ভিটামিন- খেজুরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যাবশ্যক। যেমন- বি১, বি২, বি৩ এবং বি৫। এছাড়াও ভিটামিন এ১ এবং ভিটামিন সি পাওয়ার আরও একটি সহজ মাধ্যম হচ্ছে খেজুর। সেইসঙ্গে খেজুরে দৃষ্টি শক্তিও বাড়ায়। একইসঙ্গে রাতকানা রোগ প্রতিরোধেও খেজুর অত্যন্ত কার্যকর।

আয়রন- আয়রন মানব দেহের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। খেজুরে প্রচুর আয়রন রয়েছে। ফলে এটা হৃতিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যাদের হার্ট দুর্বল, তাদের জন্য খেজুর হতে পারে সবচেয়ে নিরাপদ ওষুধ।

ক্যালসিয়াম- ক্যালসিয়াম হাড় গঠনে সহায়ক। আর খেজুরে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। যা হাড়কে মজবুত করে। খেজুর শিশুদের মাড়ি শক্ত করতেও সাহায্য করে।

ক্যানসার প্রতিরোধ- খেজুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক আঁশে পূর্ণ। গবেষণায় দেখা যায়, খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। আর যারা নিয়মিত খেজুর খান, তাদের ক্ষেত্রে ক্যানসারের ঝুঁকিটাও কম থাকে। অতি সম্প্রতি একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে, খেজুর অ্যাবডোমিনাল ক্যান্সার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে- এটি অনেক সময় ওষুধের চেয়েও ভাল কাজ করে। ওজন কমাতে- মাত্র কয়েকটা খেজুর কমিয়ে দেয় ক্ষুধার জ্বালা এবং পাকস্থলীকে কম খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। আর মাত্র কয়েকটা খেজুরই কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণ করে দেয়। যাতে কমে যায় অতিরিক্ত ওজন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে- খেজুরে আছে এমন সব পুষ্টিগুণ। যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। কখনও কখনও ডায়েরিয়ার জন্যেও এটা অনেক উপকারী। সংক্রমণ রোধে- যকৃতের সংক্রমণ রোধে খেজুর খুবই উপকারী। এছাড়া গলা ব্যথা, বিভিন্ন ধরনের জ্বর, সর্দি এবং ঠাণ্ডায় খেজুর উপকারী। খেজুর অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ায় বেশ উপকারী। ভেজানো খেজুর খেলে বিষক্রিয়ায় দ্রুত কাজ করে।

রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে- প্রচুর মিনারেল সঙ্গে আয়রন থাকার কারণে খেজুর রক্তশূন্যতা রোধ করে। তাই যাদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম, তারা নিয়মিত খেজুর খেয়ে দেখতে পারেন। উপকার পাবেন।

কর্মশক্তি বাড়ায়- খেজুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকার কারণে মানবদেহে খুব দ্রুত শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়- খেজুর নানা ভিটামিনে পরিপূর্ণ থাকার কারণে এটি মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার গতি বৃদ্ধি রাখে, সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিয়মিত খেজুর খায়, তাদের দক্ষতা অন্যদের তুলনায় ভাল থাকে।

হৃদরোগ প্রতিরোধ- খেজুরে রয়েছে পটাশিয়াম। যা বিভিন্ন ধরণের হৃদরোগ প্রতিরোধ করে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর শরীরের খারাপ ধরণের কোলেস্টেরল কমায় (এলডিএল) এবং ভাল কোলেস্টেরলের (এইচডিএল) পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

খেজুরের উপকারিতাগুলো তো জানলেনই। তাই শুধু রমজান মাসেই নয়, আমাদের খেজুর খাওয়া উচিত সারাবছর, প্রতিদিন।

খালি পেটে সকালে কিসমিস এবং কিসমিস ভেজানো জল খাওয়ার উপকারিতাঃ ১) কিসমিসে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বহাইড্রেট থাকে। কিসমিস ভেজানো জল তাই নারীদের পক্ষে খুবই উপকারী। নারীরা রক্তাল্পতায় ভোগেন। তাই চিকিতকরা তাঁদের কিসমিস খাওয়ার পরামর্শ দেন। ২) কিসমিস ভেজানো জল খেলে কিডনির নানা সমস্যা থেকে দূরে থাকা যায়, লিভারও সুস্থ থাকে। ৩) কিসমিসে পটাশিয়াম থাকে, যা হার্টকে ভাল রাখে। শরীরের খারাপ কোলেস্টেরলকেও দূর করে কিসমিস। ৪) যাঁরা নিয়মিত পেটের ও হজমের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের জন্য এই টোটকা খুবই উপকারী। এতে পেট পরিষ্কার থাকে।

কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে ক্যান্সার হওয়া রোধ করতে রোজ সকালে পান করুন লঙ্কার জল

কাঁচা লঙ্কা একেবারেই খানা এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তবে অনেকেই রান্নার সময় লঙ্কার গুঁড়ো পরিবর্তে কাঁচা লঙ্কা দিতে বেশি ভালোবাসেন। এমনকি অনেকেই কামরে খেয়ে নেন কাঁচা লঙ্কা। আবার অনেকেই ঝাল খেতে একেবারেই পছন্দ করেন না।

জানেন কি, শুধু কাঁচা লঙ্কা কেবল ঝালের জন্য নয়, এতে রয়েছে ভিটামিন "বি", ভিটামিন এ, পটাশিয়াম, আয়রন ও কপারের মতো ভরপুর পুষ্টিগুণ।

এটি কেবল খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ উপকারী এই সবজিটি।

এবার জেনে নেওয়া যাক, কাঁচা লঙ্কার জলের স্বাস্থ্য উপকারিতা গুলি কি কি:-

১) কাঁচা লঙ্কায় রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট; এটি প্রস্টেট জনিত নানারকম সমস্যা দূর করে। এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন সি যা ইমিউন সিস্টেম এবং বিটা ক্যারোটিন চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, এছাড়াও ত্বকের জন্য খুবই ভালো।

২) আপনি ব্লাড সুগারের সমস্যায় ভুগলে সকালে কাঁচা লঙ্কার জল খেতে পারেন। এটি ব্লাড সুগারকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করবে।

৩) কাঁচা লঙ্কায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার অর্থাতআঁশ জাতীয় খাবার রয়েছে, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের মত কঠিন সমস্যাকে দূর করতে সাহায্য করে।

৪) কাঁচা লঙ্কায় বিশেষ কিছু প্রাকৃতিক উপাদান সহ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা মানবদেহের ফুসফুস, মুখ, কোলন ও গলার ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন মারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই নিয়মিত রাতে শোয়ার আগে তিন-চারটে কাঁচা লঙ্কা চিঁরে বা টুকরো টুকরো করে একটি জলের গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিন। সকালে উঠে প্রতিদিন ওই জল খেতে পারলে পেট সংক্রান্ত নানান সমস্যা চিরতরে দূর হতে পারে।

মুখরোচক দুধ চা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ভালো

সকালে ঘুম থেকে উঠে দুধ চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই আছে। অনেকেই আবার দিনে কয়েকবার চা খেয়ে থাকেন। কাজের ফাঁকে, অবসরে, আড্ডায় চা না হলে যেন চলেই না।

তবে কখন ভেবে দেখেছেন কি, এই মুখরোচক দুধ চা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ভালো?

পুষ্টিবিদ আয়শা সিদ্দিকা দুধ চায়ের ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তিনি বলেছেন, দিনে যদি ৫ থেকে ৬ বার দুধ চা পান করে থাকেন, তাহলে এখনই সচেতন হন। কারণ মাত্রাতিরিক্ত চা পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, আর তার সঙ্গে যদি দুধ ও চিনি কিংবা কনডেন্স মিল্ক যোগ করা হয় ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। সারাদিনে একজন সুস্থ ব্যক্তির ২ থেকে ৪ কাপের বেশি চা খাওয়া উচিত না।

চা পানীয় হিসেবে খুবই স্বাস্থ্যকর। কেননা চাতে ক্যাফেইনের পাশাপাশি ক্যাটেচিন নামক এন্টিএক্সিডেন্ট থাকে। কিন্তু চায়ের সঙ্গে যদি দুধ মেশানো হয় তবে দুধের কেজিন প্রোটিন আর ক্যাটেচিন রি-অ্যাকশন করে এন্টিঅক্সিডেন্টের গুণ নষ্ট করে দেয়, পাশাপাশি চা-কে এসিডিক করে ফেলে। যার কারণে ইনফ্লামেশন হয়। আর চিনি যোগ করলে সেই ক্ষতি আরও বেড়ে যায়। চলুন এবার জেনে নেয়া যাক দুধ চায়ের ক্ষতিকর দিকগুলো-

অতিরিক্ত দুধ চা পান করলে পেট ফাঁপা বা ব্লোটিং হয়। এর ফলে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এই চা স্ট্রেস ও দুশ্চিন্তা বাড়ায়। ব্রণ ওঠার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দেয়। অ্যাডিকশন বাড়ায়। অনিদ্রা দেখা দেয়। রক্তচাপ উঠা-নামা করে। চায়ের উপকারিতা ঠিকভাবে পেতে রং চা মধু ও আদা দিয়ে খাওয়া ভালো। এছাড়া গ্রিন টি, লেমন টি, হারবাল টি ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হয়।

চোখে অঞ্জনি হলে দ্রুত কমানোর টিপস

অঞ্জনি বা আইলিড সিস্ট নামক চোখের সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় স্টাই বা হরডিওলাম। কেন এটি হয়? চোখে অনেক ক্ষুদ্র তেল গ্রন্থি আছে। বিশেষ করে চোখের পাতার উপর। মৃত কোষ, ময়লা, তেল জমে ওই গ্রন্থির মুখগুলো বন্ধ হয়ে যায়। গ্রন্থির ভেতরে জন্ম নেয় ব্যাকটেরিয়া। ফলে চোখে অঞ্জনির মতো সমস্যা হয়। অঞ্জনি তেমন কোনো বড় সমস্যা নয়, তবে দীর্ঘদিন এর সমস্যায় চোখের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তবে এর কারণে যে ওষুধের প্রয়োজন হয় সব সময় তা কিন্তু নয়। নিজ থেকেই এটি সেরে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। অঞ্জনির কারণে চোখের যন্ত্রণা ও অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে কয়েকটি ঘরোয়া উপায় অনুসরণ করতে পারেন। এতে দ্রুত অঞ্জনির সমস্যা সারবে- গরম সেঁক দিন নরম কাপড় গরম করে হারখা হাতে গরম সেঁক দিন। এতে সংক্রমণের ঝুঁকি কমবে। আবার গ্রন্থির মুখে জমে থাকা তেলও শুকিয়ে যাবে। এমনকি অঞ্জনির ব্যথাও দ্রুত কমবে। গরম টি-ব্যাগ গরম টি-ব্যাগও ব্যবহার করতে পারেন অঞ্জনি সারাতে। এক্ষেত্রে কালো চায়ের ব্যাগ বেশি কার্যকরী। কারণ এতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা চোখের ফোলাভাব কমতেও সাহায্য করে। ক্যাস্টর অয়েলের ব্যবহার চুল গজাতে ক্যাস্টর অয়েল খুবই কার্যকরী এক উপাদান। এটি চোখের অঞ্জনি সারাতেও দারুন কাজ করে। এতে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি কমে। পেয়ারা পাতার সেঁক পেয়ারা পাতাও অঞ্জনি সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এজন্য শুকনো পেয়ারা পাতা অল্প গরম করে নরম কাপড়ে জড়িয়ে চোখের পাতায় বুলিয়ে নিন। এতে মিলবে স্বস্তি। অঞ্জনির সমস্যাও দ্রুত কমবে। চাখে অঞ্জনি হলে বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। না হলে আক্রান্ত স্থানে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ঘটতে পারে। এসব ঘরোয়া উপায়েও যদি চোখের অঞ্জনি না কমে তাই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

শরীরের কোথাও কেটে গেলে ততক্ষণাতযা যা করণীয়

ঘরে বা বাইরে কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই হাত- পা কাটছে। আবার রান্না করতে গিয়ে ধারালো ছুরি বা বটিতে হাত কেটে যায় অনেক সময়। একটু আধটু কাটাছেড়া নিত্যদিনের সঙ্গী যেন। তবে সঠিকভাবে এর যত্ন না নিলে বেশ অনেকদিন লাগে সেরে যেতে। আবার ছোটখাট কাটাছেড়া থেকে ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। ভালোভাবে কাটা স্থান পরিষ্কার না করলে কিংবা ব্যান্ডেজ না করা হলে আবারো ময়লা গিয়ে ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে।

তাই যেভাবেই ক্ষত তৈরি হোক না কেন, শরীরের কোথাও কেটে যাওয়ার পর প্রাথমিকভাবে করণীয় হলো- রক্তপাত বন্ধ করা এবং সংক্রমণ যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তাই শরীরের কোথাও কেটে যাওয়ার পর তাৎক্ষণিক যে কাজগুলো করবেন- একটা পরিষ্কার কাপড় বা গজ দিয়ে কাটা স্থানটি চেপে ধরে রাখুন। কাপড় বা গজ না পেলে হাতের তালু কিংবা দুই আঙুল ব্যবহার করে চিমটির মতো ধরে রাখতে পারেন। টানা ২০-৩০ মিনিট চাপ দিয়ে ধরে রাখলে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলে জলে ভালো করে ধুয়ে নিন। কাটা স্থান জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কার করতে আয়োডিন ও আয়োডিনজাত অ্যান্টিসেপটিক কিংবা ক্লিনজারও ব্যবহার করা যায়। কাটা স্থান পরিষ্কার করার পর ওই জায়গায় পাতলা স্তরে অ্যান্টিবায়োটিক মলম দিয়ে ঢেকে দিন। মিউপিরোসিন, নিওমাইসিন বা এ জাতীয় মলম সব সময় বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে রাখা উচিত। হাতের কাছে মলম না থাকলে হলুদের গুঁড়া কিংবা লবণ জলও ব্যবহার করা যায়। সবশেষে একটি পাতলা গজ বা ব্যান্ডেজ দিয়ে সম্পূর্ণ স্থানটি হালকাভাবে আটকে দিন। ব্যবহৃত ব্যান্ডেজটি সাধারণ গজ ব্যান্ডেজ বা স্টিকারযুক্ত ব্যান্ডেজ যা-ই হোক না কেন, প্রতিদিন অন্তত একবার তা পরিবর্তন করতে হবে।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলে টিউবওয়েল বা ট্যাপের বহমান জলে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। কাটা স্থান জীবাণুমুক্ত এবং পরিষ্কার করার জন্য সাবান বা আয়োডিন ও আয়োডিনজাত অ্যান্টিসেপটিক কিংবা ক্লিনজারও ব্যবহার করা যায়। এগুলো হাতের কাছে না পেলে হলুদের গুঁড়া কিংবা লবণ জলও ব্যবহার করা যায়। সবশেষে একটি পাতলা গজ বা ব্যান্ডেজ দিয়ে সম্পূর্ণ স্থানটি হালকাভাবে আটকে দিতে হবে। ব্যবহৃত ব্যান্ডেজটি সাধারণ গজ ব্যান্ডেজ বা স্টিকারযুক্ত ব্যান্ডেজ যা-ই হোক না কেন, প্রতিদিন অন্তত একবার তা পরিবর্তন করতে হবে। যদি কাটা জায়গাটা ফুলে যায় কিংবা লাল দেখায়, ব্যথা বেড়ে যায় কিংবা ব্যান্ডেজ ভিজে যেতে থাকে অথবা জ্বর চলে আসে, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এগুলো কাটা জায়গায় সংক্রমণ সংঘটনের লক্ষণ। খেয়াল রাখবেন, কেটে-ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলে বুঝতে হবে যে, রক্তনালি কেটে গেছে। যা সহজে বন্ধ না-ও হতে পারে। আবার রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা থাকলে, যেমন- যকৃতের রোগ, হিমোফিলিয়া, ডেঙ্গু কিংবা দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসপিরিন সেবন করছেন, এমন রোগীর রক্তপাত সহজে বন্ধ না-ও হতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে নাড়ির স্পন্দন কমে আসতে পারে। সেইসঙ্গে রক্তচাপ কমে যেতে পারে এবং হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে। এর অর্থ হলো- রোগীর জীবন বিপন্ন হয়ে আসছে। আবার কোনো রোগী কাটা-ছেঁড়ার পর হঠাতঅজ্ঞান হয়ে পড়তে পারেন। আধা ঘণ্টা চেপে রাখার পরও যদি রক্তপাত বন্ধ না হয়, তাহলে ওই স্থানে সেলাই লাগতে পারে। লোহা বা এ জাতীয় কোনো বস্তু ঢুকে রক্তপাত হলে এবং ক্ষতস্থানে ওই বস্তু থেকে গেলে ক্ষতস্থানের দুই পাশ চেপে ধরতে হবে। কোনোভাবেই ক্ষতস্থানের ওপর চাপ দেয়া যাবে না। এমনকি ক্ষতস্থান থেকে বস্তুটি তুলে ফেলারও চেষ্টা করবেন না। ক্ষতস্থান ও বস্তুটির ওপর আলতো করে গজ বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দিন। এরকম আহত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। রক্তপাট বন্ধ না হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ক্যান্সারের লক্ষণ কি?

অনিয়মিত জীবনযাপনে বাড়ছে শরীরের বিভিন্ন সমস্যা। বেহিসেবি হয়ে অতিরিক্ত মশলাদার, মিষ্টি, ভাজাপোড়া খাবার খাওয়ার ফলে দেখা দিচ্ছে গ্যাস্ট্রিক। শুধু খাবারে অনিয়ম নয়, দুশ্চিন্তা, ব্যায়াম না করা বা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেও অ্যাসিডিটি হতে পারে। তবে একটু বুক বা পেট জ্বালাপোড়া করলেই মুঠো ভরে ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন।

এতে সাময়িক সমস্যা সমাধান হলেও বিপদ বাড়ছে অনেক বেশি।

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সাধারণ হলেও ঘন ঘন এতে ভুগলে মোটেও হেলা করবেন না। কারণ গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা পারে বিভিন্ন ধরনের পেটের ক্যান্সারের লক্ষণ। একসময় লিভার, ফুসফুস এবং হাড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে পারে এই ক্যান্সার।

গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ৯৫ শতাংশ ধরণই হচ্ছে পেটের ভেতরের কোষগুলোর উপর শ্লেষ্মা তৈরি করা। যা পরবর্তীতে ঘা তে রূপান্তরিত হয়। এটি সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় পাচনতন্ত্রে। একসময় কার্সিনয়েড টিউমার এবং গ্যাস্ট্রিক সারকোমা এবং লিম্ফোমাস হয়ে দেখা দেয়। কাদের বেশি এই সমস্যা দেখা দেয়?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২৮ হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। যাদের ৬০ শতাংশের বয়স ৬৫ এর বেশি। নারীদের চেয়ে এই সমস্যায় বেশি ভোগেন পুরুষেরা। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সারের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এটি। তবে এখন এটি ক্যান্সারের তালিকায় ১৪তম সাধারণতম ক্যান্সার। গবেষকরা মনে করেন, রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা ফল এবং শাকসবজি খাওয়া। ধূমপান, অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার খাওয়াকেই এর জন্য দায়ী করছেন তারা। গবেষকদের মতে, হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া। যা আপনার পেটে আলসার এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে। এমনকি এটি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান কারণ। তবে এর বিভিন্ন ধরন আছে। যার মধ্যে কয়েকটিতে ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি থাকে। আপনি চাইলে চিকিতকের পরামর্শে আপনার শরীরে থাকা এই ব্যাকটেরিয়া পরীক্ষা করে নিতে পারেন। ১৯৩০ সালের পর অবশ্য গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের হার অনেকটাই কমে গেছে। বর্তমানে পাইলোরি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিতা করা সম্ভব।

এ ছাড়াও বংশগতভাবেও এই ক্যান্সার হতে পারে। আবার যাদের পেটে কোনো কারণে অস্ত্রোপচার হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যাদের আগে থেকে রক্তস্বল্পতা, কোলনের সমস্যা, হজমের সমস্যা আছে, তারাও গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ঝুঁকিতে রয়েছেন। আবার আপনার দৈনন্দিন কাজ, খাদ্যাভ্যাস আপনাকে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। নিয়মিত প্রচুর ধূমপান করা, অতিরিক্ত লবণাক্ত মাছ-মাংস, ক্যানের আচার, সবজি, প্রচুর অ্যালকোহল পান করা খাবার আপনাকে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের দিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের লক্ষণসমূহ : অনেকের ক্ষেত্রে এই রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। তবে বেশিরভাগ সময়ে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন- ক্লান্তি অল্প খেলেই পেট ফুলে যাওয়া দীর্ঘসময় না খেয়ে থাকার পরে ক্ষুধা না পাওয়া

বদহজম পেট ব্যথা সঙ্গে অম্বল বমি বমি ভাব এবং বমি ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য অকারণে ওজন হ্রাস

রক্তাক্ত বা কালো মল এসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিতকের কাছে পরামর্শ নিন। সেই মতো পরীক্ষা নিরীক্ষা করান। এর জন্য আপনাকে শুরুতেই এন্ডোস্কোপি করতে হতে পারে। আপনার পেটের ভেতরটা দেখার জন্য গলা দিয়ে টিউবের মাধ্যমে একটি ছোট ক্যামেরা প্রেরণ করবে।

যদি এতে কোনো কিছু স্পষ্ট না নয়। তবে পেটের ভেতরকার কিছু টিস্যু বায়োপসির জন্য ল্যাবে নেয়া হবে। সেখানে মাইক্রোস্কোপের নীচে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা পর জানা যাবে এর অবস্থা। এ ছাড়াও আরো কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে।

যেমন- সিটি স্ক্যান, বেশ কয়েকটি এক্স-রে পেটের বিভিন্ন কোণ থেকে, এমআরআই ইত্যাদি। এরপর শনাক্ত হওয়ার পর সার্জারি করতে হতে পারে। অনেক সময় রেডিয়েশন থেরাপি বা কেমোথেরাপির মাধ্যমেও ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে। যদিও এই দুই ধরনের থেরাপি প্রায়শই একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। অনেকসময় ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলোর আশেপাশের কোষও আক্রান্ত হতে পারে। সেইক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি দিতে হতে পারে। যা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনার দেহকে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবহার করতে সহায়তা করে। সেই সঙ্গে ক্যান্সারের নতুন কোষ মেরে ফেলে। তবে চিকিতা নিয়ে ধীরে ধীরে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে প্রতিক্রিয়া

ঢাকা, ১ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানিয়েছেন, এই বছরের শেষে বা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

মঙ্গলবার বিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন সদরের আওয়ামি লিগ আয়োজিত সুধী সমাবেশে লিগের সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কথা জানান। তিনি বলেন, "আওয়ামি লিগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন। আগামীতেও নির্বাচন আসবে। নৌকায় ভোট দিলেই দেশের উন্নয়ন হয়- এটা এখন সর্বস্বীকৃত। আগামীতেও একমাত্র নৌকা চিহ্নের সরকার ক্ষমতায় এলে দেশের উন্নয়ন হবে। আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন দুই হাত তুলে যে, আপনারা নৌকায় ভোট দেবেন।"

বাংলাদেশের বিরোধি দলগুলির অভিযোগ, দেশে গণতন্ত্র নেই। শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনেই নাকি কাজ করছে প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা। ভোটের নামে শুধুমাত্র প্রহসনই হচ্ছে। নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও সমালোচিত হয়েছে হাসিনা সরকার।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, সাধারণ নির্বাচনে লড়তে পারবেন না খালেদা জিয়া। দুর্নীতি মামলায় দণ্ডিত হওয়ায় ভোটের ময়দানে নামতে পারবেন না বিএনপি নেত্রী বলে সম্প্রতি জানিয়েছেন বাংলাদেশের আইমন্ত্রী আনিসুল হক। ভোটের ময়দানে নামতে পারাবেন না খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক জিয়াও।

এদিকে, নির্বাচন বয়কট করার হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধি দল বিএনপি। তারা তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে অনড়। কিন্তু এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে আগেই জানিয়েছিলেন হাসিনা। পালটা জাতীয় সংসদে আওয়ামি লিগের উপনেতা মতিয়া চৌধুরী বলেন, "বিএনপি নির্বাচনে এলে খুশি হব। না এলে আমরা কাঁদব তা হবে না। আমাদের শাসনতন্ত্রে কোথাও লেখা নেই কোনও একটি দল নির্বাচনে না এলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্বাচন হল অংশগ্রহণমূলক। অনেক দল আছে, তারা অংশগ্রহণ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।"

দিল্লির মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা সৌরভ ও অতীশির, উপ-রাজ্যপালের কাছে নাম পাঠিয়েছেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : দিল্লির মন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ ও অতিশীর। সূত্রের খবর, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনার কাছে এই দু"জনের নাম পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই বিষয়ে অবশ্য আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, মঙ্গলবারই দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মনীশ সিসোদিয়া ও সত্যেন্দ্র জৈন। মনীশ সিসোদিয়া এবং সত্যেন্দ্র জৈন দিল্লি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর মন্ত্রী কৈলাশ গেহলটকে অর্থ, পরিকল্পনা, গণপূর্ত বিভাগ, বিদ্যুৎ, স্বরাষ্ট্র, নগর উন্নয়ন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জল বিভাগ দেওয়া হয়। অন্যদিকে, মন্ত্রী রাজ কুমার আনন্দকে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা, ভূমি ও বিল্ডিং, ভিজিল্যান্স, পরিষেবা, পর্যটন, শিল্প সংস্কৃতি ও ভাষা, শ্রম, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিল্প দফতর। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা দিল্লি সরকারের মন্ত্রী কৈলাশ গেহলট এবং রাজকুমার আনন্দকে অতিরিক্ত দফতরের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

নবম-দশম মামলায় একক বেঞ্চের রায়ই বহাল

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখল বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ। ৮০৫ জনের চাকরি বাতিল নিয়ে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ।

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মোট ৯৫২ জনের উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট উদ্ধার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তাঁদের মধ্যে ৮০৫ জনের উত্তরপত্রে দুর্নীতির কথা স্বীকার করে নিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। তার পর ৬১৮ জনের নম প্রকাশ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এসএসসির ওয়েবসাইটে ওই অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের নামপ্রকাশও করা হয়েছে। বুধবার এই মামলারই রায় ঘোষণা করলেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এসএসসি নিযুক্ত ৯৫২ জন নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র বিকৃত করে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই মামলা প্রথমে ওঠে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চে। পরে সেই মামলাই হস্তান্তর হয়ে যায় বিচারপতি বসুর একক বেঞ্চে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে মামলাটি চলাকালীন সিবিআই তদন্ত-সহ একাধিক নির্দেশ দিলেও অভিযুক্ত ৯৫২ জন প্রার্থীকে মামলায় যুক্ত করেননি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। পরে বিচারপতি বসুর বেঞ্চে মামলাটি উঠলে তিনি ওই ৯৫২ জনের মধ্যে ৮০৫ জনের চাকরির সুপারিশ পত্র বাতিল করে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন স্কুল সার্ভিস কমিশনকে। কারণ কমিশনই বলেছিল, এই ৮০৫ জন উত্তরপত্র ওএমআর শিট খতিয়ে দেখে তারা বুঝেছে, তা বিকৃত করা হয়েছে। এই দু'টি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চাকরি হারানো শিক্ষকেরা। আদালত তাদের বক্তব্য শোনার পর রায়দান স্থগিত রাখে। তবে চাকরি খোয়ানো প্রার্থীদের দাবি অনুযায়ী, একক বেঞ্চের রায়ে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি।

২০০৯-এর প্রাথমিকে ৩২৮ শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : প্রাথমিক শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

২০০৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাথমিকে শূন্যপদ ছিল ১৮৩৪টি। এর মধ্যে ১৫০৬ জনের নাম নিয়োগ তালিকা প্রকাশিত হলেও বাকি ছিল ৩২৮টি শূন্যপদ। বুধবার মেধার ভিত্তিতে সেই শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দেন বিচারপতি। একইসঙ্গে আরও ৫ শতাংশ বেশি অর্থাৎ ৯২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে তালিকা প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে নিয়োগের নির্দেশ দেন বিচারপতি। প্রায় এক বছর ধরে গান্ধীমূর্তির নীচে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মামলাকারী চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন আদালতের এই নির্দেশে বড় জয় তাঁদের বলে মনে করছেন বিভিন্ন মহল।

বিহারে কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রায় অংশ নেবেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

পটনা, ১ মার্চ (হি.স.) : রাহুল গান্ধীর জায়গায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা বিহারে হোলির পরে শুরু হওয়া কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। হোলির পর বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভারত জোড়ো যাত্রার শেষ পর্ব শুরু হবে। এই যাত্রা পটনার ফুলওয়ারি শরীফ থেকে শুরু হয়ে বোধগয়ায় পৌঁছাবে। এর আগে বিহারে রাহুল গান্ধীর আসার কথা ছিল।

রাজ্য কংগ্রেস সদর দফতর সাদাকাত আশ্রমে রাজ্য সভাপতি ডঃ অখিলেশ প্রসাদ সিং-এর সভাপতিত্বে বৈঠকে পদযাত্রার তৃতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে রাজ্য সভাপতি বলেছিলেন যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। বিহারের মানুষও প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে অনেকদিন দেখতে ও শুনতে চায়। রাজ্য সভাপতি জানিয়েছেন, ভারত জোড় যাত্রার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ও ব্লক সভাপতি সহ রাজ্য স্তরের নেতাদের দায়িত্বও ঠিক করা হয়েছে। এর আগে, এই যাত্রার চতুর্থ পর্বের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু ছত্তিশগড়ে দলের জাতীয় সম্মেলন হওয়ার কারণে চতুর্থ পর্বের যাত্রার তারিখ বাড়ানো হয়েছিল। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি বাঁকার মান্দার পর্বত থেকে যাত্রা শুরু হয়। মার্চে গয়া জেলার বোধগয়ায় এই যাত্রা শেষ হবে।

লালগোলার চাকরিপ্রার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করবে সিবিআই, জানাল আদালত

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : লালগোলার শিক্ষক পদপ্রার্থী আব্দুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তভার দেওয়া হল সিবিআইয়ের হাতে।

লালগোলার শিক্ষক পদপ্রার্থীর আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে কি বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সিবিআই-কে তদন্তের নথি সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে, নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিশেষ করে মৃত আব্দুরের সুইসাইড নোট নিয়োগ দুর্নীতির সূত্র হতে পারে বলে মনে করছে আদালত।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার জানান, প্রয়োজনে সিবিআই এই মামলাতে চার্জশিটও দাখিল করতে পারবে।

বুধবার বিচারপতির রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, প্রয়োজনে সিবিআই এই মামলায় চার্জশিটও দাখিল করতে পারবে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, সিবিআই এখন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছে। এই অবস্থায় ওই শিক্ষক পদপ্রার্থীর আত্মহত্যা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র খুঁজতে সিবিআইকে তদন্তের নথি সাতদিনের মধ্যে দিতে হবে। বিশেষ করে মৃতের সুইসাইড নোট নিয়োগ দুর্নীতির সূত্র হতে পারে বলে মনে করছে আদালত।

বারাণসীর ধাঁচে কলকাতায় গঙ্গা আরতি, বৃহস্পতিবার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : বারাণসীর ধাঁচে এবার গঙ্গা আরতি হবে কলকাতায়। সব ঠিকঠাক চললে আগামী বৃহস্পতিবার কলকাতার বাজেকদমতলা ঘাটে এই উদ্যোগের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ ১৫ জন পুরোহিতের উপস্থিতিতে শুরু হতে পারে এই গঙ্গা আরতি। সেই অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী, মেয়র, মেয়র পরিষদ নিকাশি-সহ কলকাতা পুরসভার শীর্ষ আধিকারিকেরা। গঙ্গা আরতি শুরু করার পাশাপাশি, একটি দেবী গঙ্গার মূর্তিও উন্মোচন করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত বছর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বারাণসীতে গঙ্গা আরতি দেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ফিরে এসেই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে কলকাতায় গঙ্গা আরতি শুরুর আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পরেই কাজ শুরু করেছিল কলকাতা পুরসভা। বৃহস্পতিবার থেকে সেই গঙ্গা আরতি শুরু করা সম্ভব হচ্ছে।

গত এক সপ্তাহ ধরে গঙ্গা আরতির মহড়া চলেছে বাজেকদমতলা ঘাটে। যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত দেখে বৃহস্পতিবার গঙ্গা আরতি সূচনার দিন ঠিক করা হয়েছে। ইতিমধ্যে মেয়র ফিরহাদ বাজেকদমতলা ঘাটের প্রস্তুতি পরিদর্শন করে এসেছেন। পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের তরফেও পৃথক ভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়েছে।

গঙ্গা আরতি হবে বলে বাজেকদমতলা ঘাটকে নতুন করে সাজিয়ে তুলেছে কলকাতা পুরসভা। নতুন আলো লাগানোর পাশাপাশি, ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গা আরতির সূচনা করে দিলে তা আগামী দিনে পর্যটকদের দেখার জন্য খুলে দেওয়া হবে। সঙ্গে একটি লেজার শোর আয়োজন করা হবে। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয়েছে পুরসভার তরফে।

কলকাতা পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেওয়ার পরেই কোন ঘাটে গঙ্গা আরতি শুরু করা যায় সেই ব্যাপারে সমীক্ষা করেছিল পুরসভা। বাজেকদমতলা ঘাটের পাশাপাশি, বাবুঘাট ও প্রিন্সেপ ঘাটের কথাও ভাবা হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গা আরতি এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা, এই দু'য়ের সঠিক পরিকল্পনা যেখানে কার্যকর করা যায় তা বিবেচনা করা হয়। তার পরেই বাজেকদমতলা ঘাটকে গঙ্গা আরতির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পুরসভার আধিকারিকের দাবি, বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের জন্য আগামী দিনে বড় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে এই গঙ্গা আরতি।

পিআইবির প্রধান মহাপরিচালক পদে দায়িত্ব নিলেন রাজেশ মালহোত্রা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : বুধবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর (পিআইবি) প্রধান মহাপরিচালক পদে রাজেশ মালহোত্রা দায়িত্ব নিয়েছেন। তার একদিন আগে মঙ্গলবারই তার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক সত্যেন্দ্র প্রকাশের স্থলাভিষিক্ত হবেন। রাজেশ মালহোত্রা ভারতীয় তথ্য পরিষেবার ১৯৮৯ ব্যাচের একজন কর্তা। করোনা মহামারীর সময়ে তিনি মন্ত্রণালয়গুলোতে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ নীতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করেন।

রাজেশ মালহোত্রার অর্থ, কোম্পানি বিষয়ক, কৃষি, বিদ্যুৎ, কয়লা, খনি, যোগাযোগ এবং আইটি, টেক্সটাইল, শ্রম সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক এবং বিভাগের মিডিয়া কৌশলগুলি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ৩২ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়াও, রাজেশ মালহোত্রা ২১ বছর মিডিয়া এবং যোগাযোগের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় মিডিয়া এবং যোগাযোগ কৌশলগুলির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছিলেন।

গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার টুইট করেছেন, গার্হস্থ্য রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বেড়েছে, আর বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৩৫০ টাকা বেড়েছে। খাড়গে বলেন, জনসাধারণ মোদী সরকারকে প্রশ্ন করতে চায় যে এখন কীভাবে হোলি বানাবেন, কীভাবে হোলির খাবার তৈরি করবেন?

খাড়গে বলেছেন, প্রতিটি মানুষ মুদ্রাস্ফীতিতে ভুগছে এবং মোদী সরকার এই বিষয়ে নীরব। কংগ্রেসের তরফ থেকে জারি করা অন্য একটি টুইটে বলা হয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডারের দাম যখন ৪০০ টাকার কম ছিল, স্মৃতি ইরানি সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তায় বসেছিলেন। আজ একটি সিলিন্ডারের দাম ১,১০০ টাকা ছাড়িয়েছে।

বউবাজারে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হল

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : প্রায় ন" মাস পর ফের বুধবার থেকে বউবাজারে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের কাজ শুরু হল। যে সাড়ে চার মিটার অংশে বিপত্তির কারণে গতবছর মে মাসে বিপর্যয় নেমেছিল বউবাজারে সেখানেই ফের কাজ শুরু হয়।

নিরাপত্তাজনিত কারণে গৌর দে লেন, দুর্গা পিতুরি লেন এবং স্যাকরাপাড়া লেনের তিনটি বাড়ির ৪৫ জন বাসিন্দাকে হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কারণ যে অংশে কাজ হচ্ছে এই বাড়িগুলো সেখানকার প্রতিক্রিয়া-অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে। তাই ফের কাজ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট তিনটি বাড়িতে ফাটল ধরার আশঙ্কা রয়েছে। আর তাই নোটিস পাঠিয়ে বাড়িগুলি খালি করার কথা বলা হয়।

বুধবার থেকে সুড়ঙ্গের ওই অংশে বেস স্ল্যাব তৈরির কাজ শুরুর হয়। মে মাসে এই সাড়ে চার মিটার অংশে কাজ করতে গিয়েই মাটি আলগা হয়ে স্রোতের মতো জল বেরোতে শুরু করে। তার জেরে একাধিক বাড়িতে ফাটল ধরে।

সীমান্ত হত্যা নিচে নামিয়ে আনতে আমাদের চেষ্টা থাকবে:বিজিবি মহাপরিচালক

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান বলেছেন, কোনো একটা জীবন মেরে ফেলুক এটা কারোরই কাঙ্ক্ষিত না। তারাও (বিএসএফ) চায় না, আমরাও চাই না। সবাই চায় সীমান্ত হত্যা যতটা নিচে নামিয়ে আনা যায়। বুধবার দুপুরে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। পরে তিনি কসবায় যান। বিজিবি মহাপরিচালক আরও বলেন, ডিজি লেভেলের সম্মেলনে আমরা অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। সেই আলোচনায় আমরা অনেক সমস্যার সমাধান করছি। এগুলো (সীমান্ত হত্যা) আরও বেশি হতে পারতো। এগুলো আমরা কমিয়ে নিয়ে আসছি। তবে সীমান্ত হত্যা আরও কতটা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি- আমাদের সেই চেষ্টা থাকবে। বিএসএফের বাধায় আখাউড়া ইমিগ্রেশন ভবন এবং কসবা রেলওয়ে স্টেশন এবং সালদা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, ইমিগ্রেশন ভবনের বিষয়টি তার জানা নেই। কসবা স্টেশন এবং সালদা নদীর ওপর সেতুর বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ পর্যায়ে চেষ্টা করছি। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আশা করছি খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। বিজিবি মহাপরিচালক বলেন, মাদকের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীও জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলেছেন। সেভাবেই আমরা কাজ করছি। মাছ গিয়ে মাদক আসাটা অনাকাঙ্ক্ষিত।

ভারতের আদালতে খালাস পেলেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বেকসুর খালাস পেয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন শিলংয়ের জজ কোর্ট।

বুধবার বিকেলে ভারতের মেঘালয়ের শিলং থেকে সালাহউদ্দিন আহমেদ ঢাকার সংবাদ মাধ্যমকে জানান, ২০১৮ সালের ২৬ অক্টোবর নিম্ন আদালত আমাকে খালাস দিয়েছিলেন। পরে সেই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করে। শিলংয়ের জজ কোর্ট মঙ্গলবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) আবারও আমাকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। দ্রুত যেন আমাকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দেশে ফেরার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি প্রথম দিন থেকেই প্রতি মুহূর্তে দেশে ফেরার প্রতীক্ষায় আছি। সালাহউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে দেশেও অসংখ্য মামলা রয়েছে। বাংলাদেশে ফিরলে তাকে নতুন করে আইনি মোকাবিলা করতে হতে পারে।

বিএনপির দেশজুড়ে আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় ২০১৫ সালের ১০ মার্চ রাজধানীর উত্তরা থেকে নিখোঁজ হন সালাহউদ্দিন আহমেদ। নিখোঁজের ৬৩ দিন পর ১১ মে ভারতের মেঘালয়ের শিলংয়ে স্থানীয় পুলিশ সালাহউদ্দিনকে উদ্ধারের পর সেখানকার একটি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে। এর পরদিন তাকে শিলং সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৈধ কাগজপত্র ছাড়া ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী তাকে গ্রেপ্তার দেখায় মেঘালয় থানা পুলিশ। একই বছরের ২২ জুলাই ভারতের নিম্ন আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের দায়ে অভিযোগ গঠন করা হয়।

ভারতে আটকের সময় সালাহউদ্দিন আহমেদ বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। পরে বিএনপির ষষ্ঠ কাউন্সিলে তিনি দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হন। কিছু দিন আগে তিনি দলের স্থায়ী কমিটির একটি বৈঠকে (ভাচ্যুয়াল) অংশও নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী বোলা টিনুবু, পেয়েছেন ৩৭ শতাংশ ভোট

আবুজা, ১ মার্চ (হি.স.): নাইজেরিয়ার ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী বোলা টিনুবু সে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সপ্তাহান্তের নির্বাচনের পর বিরোধী দলের প্রার্থীরা হেরে যান। লাগোস রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর শ্রী টিনুবু, উত্তর-পূর্বে বিদ্রোহ, সশস্ত্র হামলা, গণহত্যা, অপহরণ, কৃষক ও গবাদি পশুপালকদের মধ্যে বিবাদ, অর্থ ও জ্বালানি সংকট এবং দুর্নীতিতে জর্জরিত নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন। তিনি ৮০ লক্ষেরও বেশি (৩৭ শতাংশ ভোট) ভোটে জয়ী হয়েছেন।

বোলা টিনুবুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আতিকু আবুবাকার ২৯ শতাংশ এবং লেবার পার্টির পিটার ওবি ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তাদের দলগুলি এর আগে ভোটকে ছলনা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পুনরায় নির্বাচনের দাবি করেছিল। টিনুবু নাইজেরিয়ার অন্যতম ধনী রাজনীতিবিদ।

নাগাল্যান্ডের নকলাকে ভোট-পরবর্তী হিংসা, পুলিশের গুলিতে হত এক

কোহিমা, ১ মার্চ (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের নকলাকে ভোট-পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। পুলিশের গুলিতে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ায় সহিংসতা তীব্র রূপ ধারণ করেছে। ওই অঞ্চলে প্রাক-নির্বাচনীয় হিংসা ছড়িয়েছিল। নতুন করে হিংসার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নকলাকে ডিসি গেটের কাছে আজ ভোররাত ১২টা থেকে একটার মধ্যে। তবে নতুন করে ফের সহিংসতার সঠিক কারণ নিশ্চিতভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নকলাকের একটি ভোটকেন্দ্র "এ"-তে পুনঃভোটের দাবি জানিয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি নকলাকের জেলাশাসকের কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছিল। কিন্তু পুনঃভোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে শুরু হয় বিক্ষোভ প্রদর্শন। বিক্ষোভ গতকাল রাতে রাস্তায় নেমে আসলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। উত্তাল বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। এতে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।

এদিকে, নাগাল্যান্ডের জুনহেবোটো নির্বাচনী এলাকার নিউ কলোনি ভোটকেন্দ্র, সানিস নির্বাচনী এলাকার পাংতি পঞ্চম, তিজিট নির্বাচনী এলাকার জাবোকা গ্রাম এবং থনোকনিউ নির্বাচনী এলাকার পথসো ইস্ট উইং-এ-তে আজ পুনঃভোট হচ্ছে।

১২-১৪ মার্চ সমলখায় বসছে সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক, অংশ নেবেন প্রায় ১৪০০ কর্যকর্তা

নাগপুর, ১ মার্চ (হি.স.): আগামী ১২, ১৩ ও ১৪ মার্চ হরিয়ানার সমলখায় (পানিপত জেলা) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বার্ষিক সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রধান সুনীল আম্বেকর টুইট করে এমনটা জানিয়েছেন। এই বৈঠকে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা দিবসের শততম বছরের (২০২৫) জন্য কর্মী গঠন, প্রশিক্ষণ ও কাজের সম্প্রসারণ এবং কাজের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে।

বুধবার টুইটারের মাধ্যমে সুনীল আম্বেকর জানিয়েছেন, সর্বভারতীয় প্রতিনিধি পরিষদের বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সমস্ত সহ-সরকার্যবাহ, সর্বভারতীয় কার্যকারিণী, অঞ্চল ও প্রদেশ কার্যকারিণী, সঙ্ঘের নির্বাচিত সর্বভারতীয় প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রিত কর্যকর্তা অংশগ্রহণ করবেন। সমগ্র দেশ থেকে প্রায় ১৪০০ কার্যকর্তা সভায় অংশ নেবেন।

সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভার গুরুত্ব

সংঘের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি সভা হল সংঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারক সংস্থা। প্রতি বছর হোলির আশেপাশে এই সভা হয়। এতে সারাদেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি সভার বৈঠকে পাস হওয়া প্রস্তাবগুলি জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে আলোচনার প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রথমে এই প্রস্তাবের বিষয়গুলি সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভায় আলোচনা করা হয়। এরপর সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী বোর্ডে আলোচনা হয়। এরপরে এই প্রস্তাবগুলি প্রতিনিধি পরিষদে উপস্থাপন করা হয় এবং ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়।

আগামী বছর নাগপুরে বৈঠক হবে

দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থানে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি চতুর্থ বছর নাগপুরে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগপুরে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে সরকার্যবাহ নির্বাচিত হন। ২০২১-এর সভা হয়েছিল বেঙ্গালুরুতে, ২০২২ সালের সভা হয়েছিল কর্ণাবতীতে, ২০২৩ সালে সোনিপাতে (হরিয়ানা) এবং ২০২৪-এর সভা নাগপুরে অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৫ সালে সংঘ প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। অতএব, শতবর্ষ উদযাপন এবং সরকার্যবাহ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-এর বৈঠক খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা করলেন নাড্ডা, বললেন রাজনীতির মাপকাঠি বদলে দিয়েছেন মোদীজি

চামরাজানগর, ১ মার্চ (হি.স.): কর্ণাটকের চামরাজানগর থেকে বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বুধবার বিজেপির পতাকা উড়িয়ে বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা নাড্ডা। তিনি পরে একটি জনসভায় বলেছেন, রাজনীতির মাপকাঠি বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। নাড্ডা বলেছেন, কর্ণাটকের চারটি স্থান থেকে শুরু হবে "বিজয় সংকল্প যাত্রা"। আমরা ২০ দিনের মধ্যে ৮০০০ কিলোমিটার যাত্রা করব। নাড্ডার কথায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বেলগাভিতে "বিজয় সংকল্প যাত্রা"-র সূচনা করবেন এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্য দু"টি স্থানে বিজয় সংকল্প যাত্রার সূচনা করবেন। নাড্ডা বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন জাতপাত, ভোটব্যাঙ্ক এবং পরিবারতন্ত্রের কথা মাথায় রেখে রাজনীতি করা হত, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস" মন্ত্রে দেশকে একত্রিত করেছেন। নাড্ডা বলেছেন, মোদীজির নেতৃত্বে বছরের পর বছর ধরে ভারতের ভাগ্য ও চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে। নাড্ডা আরও বলেছেন, আমাদের সরকার আদিবাসী, দরিদ্র, নারী ও বঞ্চিতদের উন্নতির জন্য কাজ করেছে। আমরা আদিবাসীদের জন্য বাজেট বাড়িয়েছি। ২০১৩ সালে বাজেট ছিল ৪২৯৫ কোটি টাকা যা বর্তমানে ১২,৪৬১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

নাগাল্যান্ডের চারটি কেন্দ্রে পুনঃভোট গ্রহণ চলছে

কোহিমা, ১ মার্চ (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের চারটি কেন্দ্রে পুনঃভোট গ্রহণ চলছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি গোটা রাজ্যে ২,২৯১টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যের চারটি ভোট কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ জারি করে ভারতের নির্বাচন কমিশন। তবে রাজ্য নির্বাচন দফতরের কর্মকর্তারা চারটি ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ কেন হচ্ছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ জানাননি। শুধু জানানো হয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আজ ১ মার্চ নাগাল্যান্ডের জুনহেবোটো নির্বাচনী এলাকার নিউ কলোনি ভোটকেন্দ্র, সানিস নির্বাচনী এলাকার পাংতি পঞ্চম, তিজিট নির্বাচনী এলাকার জাবোকা গ্রাম এবং থনোকনিউ নির্বাচনী এলাকার পথসো ইস্ট উইং-এ-তে আজ পুনঃভোট হচ্ছে। ভোট শুরু হয়েছে সকাল সাতটা থেকে, চলবে বিকাল চারটা পর্যন্ত। রাজ্য নির্বাচন দফতরের কর্মকর্তারা চারটি ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ কেন হচ্ছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ না জানালেও বলা হচ্ছে, জেনারেল অবাজার্ভাদের রিপোর্ট দাখিলের পর ভারতের নির্বাচন কমিশন ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট চারটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেছিল।

ঝাড়গ্রামে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ধৃত মহিলা সহ ছয় জন

ঝাড়গ্রাম, ১ মার্চ (হি. স.) : আটক করা গরু গুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এবং পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পুলিশ এক মহিলা সহ ছয় জনকে গ্রেফতার করল। এই ঘটনা লালগড় থানা এলাকার। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতেরা হল লালগড় থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা শেক আজাহার উদ্দিন,সেখাবত খান,সাহিল খান,মিঠুন দাস, অর্জুন গড়াই ও মামনি বিবি। এদের এদিন ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক মামনি বিবিকে ১৪ দিন জেলা হেফাজত এবং বাকিদের তিন দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।উল্লেখ্য, সোমবার রাতে বিনপুর হাট থেকে গরু কিনে তা চন্দ্রকোনা রোড হাটে নিয়ে যাওয়ার সময় বৈধ কাগজ না থাকার অভিযোগে পুলিশ দুটি পিকআপ ভ্যান সহ তিন জনকে গ্রেফতার করেছিল।পাশাপাশি ৪৬টি গরু আটক করেছিল। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেল থেকে লালগড় থানার নছিপুর ক্যাম্পে আশেপাশের গ্রামের লোকজন জড় হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি ছিল তাদের বৈধ কাগজ থাকা সত্ত্বেও তাদের গরু গুলিকে এবং গাড়ি আটক করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ক্যাম্পের সামনে তারা দীর্ঘক্ষন জমায়েত হয়ে থাকেন।অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্তরা পুলিশের উপর আক্রমণ করে গরু গুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেই ঘটনায় ছয় জন গ্রেফতার হয়েছে। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) উত্তম ঘোষ বলেন ' পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া,পুলিশের উপর আক্রমণ এবং গরু গুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এর জন্য এক মহিলা সহ ছয় জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। '

এলপিজি

● প্রথম পাতার পর

ফুরোতেই চলতি মাস থেকে সিলিন্ডার পিছু বৃদ্ধি ঘটল মূল্যের। সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা। বিপাকে মধ্যবিত্তরা। বাধ্য হয়ে বর্ধিত মূল্যে সিলিন্ডার ক্রয় করতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ জানান তারা।। গত মাসে সিলিন্ডার পিছু দাম ছিল ১১৮৩ টাকা। এই মাসে গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২৩৩ টাকা ৭৮ পয়সা। ৫০ টাকার মত মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি গ্যাস সিলিন্ডারে। এদিকে এই গ্যাস সিলিন্ডার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলে আগে একজন ভোক্তাকে দিতে হত ১২১৩ টাকা ৫০ পয়সা। এই মাসে মূল্য বৃদ্ধি হয়ে হয়েছে ১২৬৩ টাকা ৫০ পয়সা। এখানেও ৫০ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। অন্যদিকে ১৯ কেজি গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য আগে ছিল ২২১৭ টাকা। এই মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫৪৬ টাকা। ১০ কেজির সিলিন্ডারের আগের মূল্য ছিল ৮৬৩ টাকা ৫০ পয়সা। এখন সেই দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৯৮ টাকা। নিয়মিত ব্যবহার্য ১৪কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের গ্যাস সিলিন্ডারে ৫০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে বলে জানান গ্যাস এজেন্সির কর্মী। বিগত বেশ কিছু দিন যাবত গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেনি। অবশেষে ১ মার্চ থেকে এই মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে বলে জানান তিনি। গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় মধ্যবিত্তের কপালে ফের একবার চিন্তার ভাঁজ। এই মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ জানান তারা।

নেশা সামগ্রী

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৩৫ টি ব্রাউন সুগারের কৌটা। আটক যুবকের নাম অভি সাহা, বাড়ি সুভাষনগর এলাকায়। সে জানায় বনকুমারীর এক ব্যক্তি তাকে এই নেশা সামগ্রী পৌঁছে দিতে বলেন। বিনিময়ে ২০০ টাকা পাবে সে। আর তা দিতে এসেই জনতার হাতে আটক হয় অভি। এলাকার সুজিত নামে এক ব্যক্তির কাছে এই নেশা সামগ্রী পৌঁছে দিতে এসেছিল অভি। একই সঙ্গে আটক করা হয় বাইক।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নওশাদ মামলায় হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে পঃবঙ্গ

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির গ্রেফতারি মামলায় হাই কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্যে। বিচারপতি দেবাংশু বসাক জানতে চাইলেন ৬৫ জন মামলাকারীর ভূমিকা প্রমাণ করতে পারবে রাজ্য সরকার? সকলে যে গন্ডগোলের সঙ্গে যুক্ত, জানলেন কী করে?

ধর্মতলায় অশান্তির ঘটনায় বেশ কিছুদিন আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিক্কিকে। আপাতত জেলেই রয়েছেন তিনি। জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আইএসএফের বিধায়ক। বুধবার কলকাতা হাই কোর্টের দুই বেঞ্চে নওশাদের মামলার শুনানি ছিল। এর মধ্যে বিচারপতি বসাক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন রাজ্যকে। শুনানি চলাকালীন এজলাসে বসেই ল্যাপটপে সিদ্দিকির ভাষণের ভিডিও দেখেন তিনি। এরপরই বিচারপতি বসাকের প্রশ্ন, "পুলিশকে মারতে বলছে সেই প্রমাণ কোথায়?"

বিচারপতির প্রশ্ন, "৬৫ জন মামলাকারী রয়েছেন, প্রত্যেকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন তো?" তাঁর আরও প্রশ্ন, "সবাই যে গণ্ডগোলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সেটা কী করে জানলেন? কেউ হয়তো পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কেউ হয়তো গণ্ডগোলের সময় পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর এই গণ্ডগোলে কী ভূমিকা থাকতে পারে?"

শুধুমাত্র রাজ্য নয়, নওশাদের আইনজীবীকেও প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন বিচারপতি। রাজ্য যদি প্রমাণ করে দেয় নওসাদের উসকানিমূলক মন্তব্যেই এই ঘটনা ঘটেছে, তাহলে কী করবেন? বিচারপতির প্রশ্নের জবাবে নওশাদের আইনজীবীর দাবি, নওশাদের উসকানিমূলক আচরণের কোনও প্রমাণ নেই। এরপরই ল্যাপটপে বিধায়কের গোটা ভাষণ শোনেন বিচারপতি। এরপরই রাজ্যকে বিচারপতির প্রশ্ন, পুলিশকে মারতে বলছে সেই প্রমাণ কোথায়?এদিন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার ডিভিশনে বেঞ্চে ভাঙড়ের বিধায়কের জামিনের শুনানি ছিল। সেই মামলায় রাজ্য রিপোর্ট জমা করেছে। তবে এদিনও তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়নি।

হুক্কা বার নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে বহাল সিঙ্গল বেঞ্চের রায়

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : কলকাতা শহরে এখনই কোনও হুক্কা বার বন্ধ হচ্ছে না। হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। যার ফলে শহরের সব হুক্কা বার বন্ধের যে নির্দেশ পুরসভা দিয়েছিল, সেটি আপাতত কার্যকর হচ্ছে না।

বুধবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা পুরসভাকে পেপারবুক জমা দিতে হবে। ৬ সপ্তাহ পর ফের মামলার শুনানি হবে।

ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শহরের সব হুক্কা বার বন্ধ করার নির্দেশ দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পুরসভা জানায়, কলকাতার বিভিন্ন হুক্কা বারে হুক্কার সঙ্গে মাদক মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। এধরনের প্রচুর অভিযোগ জমা পড়েছে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, হুক্কা বারে ভিড় জমান কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই হুক্কার সঙ্গে মাদক বা ড্রাগ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে যুবসমাজ।

পুরসভার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় বার মালিকদের সংগঠন। তাঁদের দাবি ছিল, যেহেতু হুক্কা বার চালানোর জন্য পৃথকভাবে লাইসেন্স নেওয়া থাকে, তাই বার বন্ধের নিষেধাজ্ঞা বেআইনি। কোনও পুর কর্তৃপক্ষ এভাবে হুক্কা বার বন্ধ করতে পারে না।কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা রেস্তরাঁ অ্যাসোসিয়েশনের সেই যুক্তি মেনে নেন। এবং রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে হুক্কা বার বন্ধের নির্দেশ খারিজ করে দেন।

গ্রেফতার

● প্রথম পাতার পর

যৌথ অভিযানে রেল স্টেশনে যাওয়ার জন্য আসলে সন্দেহজনক ভাবে তিন বাংলাদেশী যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁদের পরিচয় পত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় তাঁরা বাংলাদেশী। সাথে টি আর ০৩ জে ০৫৩৪ নম্বর একটি ইকো গাড়ি সহ চালককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ বলে জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরো জানিয়েছেন, প্রাথামিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা বাংলাদেশী নাগরিক স্বীকার করেছেন। ধৃত যুবকরা হলেন বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা রাসিল মিঞা, মোহম্মদ আসিফ ও আবদুল। তাঁদের বিরুদ্ধে ফরেনার অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় গৌরাঙ্গ ভৌমিকের ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অগ্নিকান্ডের জেরে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দমকল কর্মী। রান্না ঘড় থেকে এই অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত বলে জানান তিনি। নিতাই দেবনাথের একটি ঘড় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘড়ে থাকা সমস্ত আসবাব পত্র ও প্রয়োজনীয় নথী আগুনে নষ্ট হয় বলে জানান গৃহিণী। গোটা ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়।

শিশুকন্যার

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। বর্তমানে অভিযুক্তকে আর কে পুর থানায় গ্রেপ্তার করেছে। পিতা কর্তৃক ৫ বছরের শিশু কন্যা ধর্ষণ করার বিষয়টি সামনে আসতেই নিন্দার ঝড় বইছে।

গঙ্গানগরে

● প্রথম পাতার পর

(৪০) এবং সেন্দ্রি জমাতিয়া(২৮)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। মাদক আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এধরণের অভিযান আগামীদিনেও চলবে বলে পুলিশ দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে।

কাকিমা

● প্রথম পাতার পর

হাতে থেকে উদ্ধার করে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। মঙ্গলবার রাতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া পর প্রণজিৎ এবং সুরজিৎ -এর বিরুদ্ধে রাধা কিশোর পুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া এস ইউ সি আই (সি)-র

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : রান্নার গ্যাসের পুনরায় ৫০ টাকা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ।বুধবার দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, "নিত্য ব্যবহার্য রান্নার গ্যাসের আবার ৫০ টাকা মূল্যবৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষকে চরম সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেওয়ার আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গত বারো মাসে এই নিয়ে ছয় বার এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটলো। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম উল্লেখযোগ্য ভাবে কমা সত্ত্বেও এবং রাশিয়া থেকে কম দামে তেলের আমদানি ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাম্প্রতিক বাজেটে রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি ৭৫ তুলে দেওয়ার ঘোষণা করেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই মূল্যবৃদ্ধি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।'উজালা" যোজনার মাধ্যমে সবাইকে বিনামূল্যে গ্যাস পরিষেবা দিয়েছেন বলে প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝেই বড়াই করলেও, তিনি সুকৌশলে এই সত্যটি আড়াল করেন যে, সেই উপভোক্তাদেরও বাজারদর অনুযায়ীই সিলিন্ডার কিনতে হয়। বাণিজ্যিক গ্যাসের দামও বাড়িয়ে ৩৫২ টাকা বাড়িয়ে ২২২১.৫০ টাকা করা হয়েছে।

বি সি রায় শিশু হাসপাতাল ঘুরে দেখলেন স্বাস্থ্যকর্তারা

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : শহরে অ্যাডিনো আতঙ্কের মধ্যেই বিসি রায় শিশু হাসপাতাল পরিদর্শনে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা। ঘুরে দেখলেন হাসপাতাল চত্বর। খতিয়ে দেখলেন পরিষেবা।বুধবার, বিসি রায় হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য। বিসি রায় শিশু হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসেও কিছু শয্যা রেখে পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে খবর। বুধবার স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার পরিদর্শনের পর শয্যার সংখ্যা পর্যায়ক্রমিক ভাবে আরও বৃদ্ধি করা হবে। মোট ২২টি শয্যার বন্দোবস্ত রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু অসুস্থ শিশুকে বি সি রায় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে একান্তই রোগী পাঠাতে হলে হাসপাতালের সুপার এবং মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মৃতদের অনেকের কো-মর্বিডিটি রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হৃদরোগ ছিল বলেও দেখা যাচ্ছে। তবে বিসি রায় শিশু হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা।

মঙ্গলবার রাতে বি সি রায় হাসপাতালেই মৃত্যু হয় সোহন পাল নামে ২ বছর ৪ মাসের এক শিশুর। জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে বুধবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ মিলেছিল শরীরে। টানা ছ'দিন চিকিৎসার পরেও শ্বাসকষ্টের সমস্যা থেকে মুক্তি পায়নি শিশুটি। চিকিৎসকেরা বাঁচাতে পারেননি তাকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিশুটির মৃত্যুর শংসাপত্রে জানিয়েছেন, অ্যাডিনোভাইরাস থেকে হওয়া নিউমোনিয়ার কারণেই তীব্র শ্বাসকষ্টে মৃত্যু।

ডালখোলায় আগুনে ভস্মীভূত রডবোঝাই লরি

ডালখোলা, ১ মার্চ (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা ভুষামোনি সংলগ্ন বাইপাস এলাকায় আগুনে ভস্মীভূত হল রডবোঝাই লরি। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গিয়েছে, এদিন শিলিগুড়ি অভিমুখী একটি ট্রেলারকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে রডবোঝাই লরিটি। দুর্ঘটনার পর লরির ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা লরিতে। তড়িঘড়ি দমকলে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু দমকল আসার আগেই রডবোঝাই লরিটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার জেরে বাইপাসের পূর্ণিয়াগামী রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। পরে সেখানে ডালখোলা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘটনার পরই লরি দুটির চালক ও সহকারি চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে ডালখোলা থানার পুলিশ।

সিংহাসন

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ প্রশাসন এবং আধা সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে থাকবে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা। পাশাপাশি লাউডস্পিকার উচ্চস্বরে বাজানো যাবে না। একাধিক বাইক এবং গাড়ি দলগতভাবে চলাচল করতে পারবে না। যদি কেউ আইন লঙ্ঘন করে তাহলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বুধবার দুপুর থেকে দেখা যায় আগরতলা শহরে বিভিন্ন মোড়ে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে। শান্তিপূর্ণভাবে যাতে ফলাফল ঘোষণা হতে পারে, সেজন্য পশ্চিম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

থেকেই সিপিএম কার্য্যালয়ে দলীয় সমর্থকরা জড়ো হতে থাকেন। বিজেপি কার্যালয়েও জড়ো হন দলের কর্মী সমর্থকেরা। তবে বিজেপি নেতৃত্ব কর্মীদের শান্ত ও সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুরো প্রস্তুতি নিয়েছে।

দল ছেড়ে ঠাকুরের আদর্শ প্রচারের জন্য সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা বিভাস চন্দ্র অধিকারীর

রামপুরহাট, ১ মার্চ (হি. স.) : রাজনীতি থেকে সন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করে ব্লক সভাপতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন আগেই। কিন্তু দল তাকে ছাড়তে নারাজ। এবার পাকাপাকিভাবে দল ছেড়ে ঠাকুরের আদর্শ প্রচারের জন্য সময় দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন বিভাস চন্দ্র অধিকারী।নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে দিন কয়েক থেকেই সংবাদের শিরোনামে তৃণমূলের বীরভূমের নলহাটি ২ নম্বর ব্লক সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। তিনি নিজের গ্রাম কৃষ্ণপুর গ্রামে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সুবিশাল আশ্রম গড়ে তুলেছেন। ঠাকুরের জন্মস্থান বাংলাদেশের হিমাইতপুর গ্রামের মন্দিরের আদলে মন্দির গড়েছেন বিভাসবাবু। তাই গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছে নব হিমাইতপুর। আপাদমস্ত ঠাকুর ভক্ত বিভাসবাবু সিউড়ি সদরের চন্দ্রপুর গ্রামেও ঠাকুরের আশ্রমের পাশাপাশি একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুলছেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার জমি কেনাবেচার জন্য রাজস্ব মকুব করে দিয়েছেন।কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতি পিছু ছাড়ছে না বিভাস চন্দ্র অধিকারীকে। মাস দুয়েক আগে তার কলকাতার বৈঠকখানা রোডের বাড়ি ইডি সিল করে দিয়েছিল। মঙ্গলবার সেই বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে। বিভাসবাবু বলেন, 'ইডি আমার সমস্ত কাগজপত্র দেখে খুশি। তারা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আমি সিবিআই এবং ইডির তদন্তে খুশি। আমাকে যতবার ডাকা হবে আমি হাজিরা দিতে প্রস্তুত। তবে আবারও বলছি আমি নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই। যারা আমার নাম মুখে আছেন তারা আমাকে চেননও না। আমিও তাদের চিনি না।

তবে আমার ডিএড কলেজ থাকার সুবাদে মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সম্পর্ক আমাকে যতবার ডাকা হবে আমি হাজিরা দিতে প্রস্তুত। তবে আবারও বলছি আমি নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত নই। যারা আমার নাম মুখে আছেন তারা আমাকে চেননও না। আমিও তাদের চিনি না। তবে আমার ডিএড কলেজ থাকার সুবাদে মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সম্পকছিল'।রাজনীতিতে সন্যাস নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'রাজনীতি এবং ঠাকুরের সেবা একসঙ্গে হয় না। তাছাড়া ঠাকুর বলেছিলেন আর্য ভারতবর্ষ গঠন করতে হবে। ২০১৯ সালে আমার বড়সড় পথ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের কৃপায় বেঁচে রয়েছি। এখনও আমার চিকিৎসা চলছে'।

কলকাতার বাড়ি সিল খুলে দেওয়া প্রসঙ্গে বিভাসবাবু বলেন, 'ওই ফ্ল্যাট ঠাকুরের নামে রয়েছে। গ্রাম গঞ্জ থেকে যে সমস্ত সদস্য চিকিৎসা জন্য কলকাতায় যাব তাদের ওই ফ্ল্যাট মাথা গোঁজার ঠাঁই। তাছাড়া আমিও চিকিৎসা করাতে গিয়ে ওখানে থাকি। তাই ইডির কাছে ফ্ল্যাটের সিল খুলে দেওয়ার আবেদন করেছিলাম। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ইডি ফ্ল্যাটের সিল ভেঙে খুলে দিয়েছে। প্রতিবেশীরা যে ট্রাকের কথা বলছেন সেটা ওষুধের প্যাকেট'।

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের নামে 'বসন্ত তাণ্ডব' হয়, তাই তা বন্ধ করা হয়েছে : বিদুৎ চক্রবর্তী

বোলপুর, ১ মার্চ (হি. স.) : তাণ্ডব বন্ধ করতেই বসন্তোৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে নিজেদের মধ্যে বসন্ত বন্দনা হবে। বুধবারের উপাসনা থেকে এমনটাই জানালেন উপাচার্য। অর্থাৎ, দোলের দিন হচ্ছে না বসন্তোৎসব। ২ ও ৩ মার্চ বসন্ত বন্দনা হবে বিশ্বভারতীতে। 'যারা প্রথার কথা বলেন তারা বসন্তোৎসবের নামে বসন্ত তাণ্ডব চান।' বললেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী।

২০১৯ সালে শেষ বার বসন্তোৎসব হয়েছিল বিশ্বভারতীতে। উপচে পড়া ভিড় হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিশ্বভারতীর বহু ঐতিহ্যবাহী ভবন ও ভাস্কর্যের। যা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিভাবে এত সংখ্যক মানুষের প্রবেশ বন্ধ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়েছিল। ২০২০ সালে যদিও কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বসন্তোৎসব। ২০২১ ও ২২ সালে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র পড়ুয়াদের নিয়ে হয়েছিল বসন্তোৎসব। তবে দোল পূর্নিমার দিন এবার হচ্ছে না বসন্তোৎসব। তবে , ৩ মার্চ হচ্ছে "বসন্ত বন্দনা"। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্নিমার দিন বিশ্বভারতীতে বসন্তোৎসব হয়ে আসছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রথা ভাঙার অভিযোগ উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য ব্যাখ্যা দিলেন উপাচার্য। এদিন বুধবারের উপাসনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সবাই বলছেন প্রথা ভেঙে বসন্তোৎসব করা হল না। অর্থাৎ, যারা প্রথার কথা বলেন তারা প্রথার নামে বসন্ত তাণ্ডব চান। আমরা সেই বসন্ত তাণ্ডবের পক্ষপাতি নই। আমাদের পাঠভবনের পড়ুয়ারা বসন্ত আহ্বান করেছে, এবার আমরা বসন্ত বন্দনা করব। এটা কিন্তু বিশ্বভারতীর উৎসব।' এর পরই উপাচার্য বলেন, "২০১৯ সালে বসন্ত উৎসব বসন্ত তাণ্ডবে পরিণত হয়েছিল। তাই বন্ধ করেছি। এখন বসন্ত বন্দনা হচ্ছে।" তাঁর দাবি, রবীন্দ্রনাথ উৎসব চাননি, চেয়েছিলেন বন্দনা। উৎসবের নামে এই তাণ্ডব হবে, ভাবতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। তাই বিশ্বভারতী এই তাণ্ডব বন্ধ করতে চেয়েছে।

গত সোমবার বসন্তোৎসব ঘোষণা করল বিশ্বভারতীর কর্মিপরিষদ। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, ২ মার্চ সন্ধ্যায় লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ৩ মার্চ সকালে বৈতালিক আর ৭ টায় শোভাযাত্রা। সন্ধ্যায় মায়ার খেলা নৃত্য নাট্য পরিবেশিত হবে। তবে সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় দোলের দিন বসন্তের গানের জায়গায় পূর্ন দাস বাউলের বাউল গান পরিবেশিত হবে। বিদ্যুৎ বলেন, "বিশ্বভারতীতে বসন্ত উৎসবের নামে ২০১৯ সালে তাণ্ডব দেখেছিলাম। সেই তাণ্ডবই আমরা বন্ধ করেছি। তার বদলে করা হচ্ছে 'বসন্ত বন্দনা'। তিনি আরও জানান, এ বারও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বসন্ত উৎসব হচ্ছে না। তার পরিবর্তে করা হচ্ছে বসন্ত বন্দনা। আগামী ৩ মার্চ ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে বাইরের কারও প্রবেশাধিকার থাকবে না। শুধুমাত্র উপস্থিত থাকতে পারবেন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা।এছাড়াও, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেন, 'আমি একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে চাই। বিশ্বভারতীতে অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিততে ভরে গিয়েছে। অশিক্ষিতদের আমি দোষ দিই না, কারন তাদের শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু, অল্প শিক্ষিতরা খুব ক্ষতিকারক।'এদিন উপাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বহিরাগতদের প্রবেশ বন্ধ করতে বসন্তোৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, কর্মী-আধিকারিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিয়ে হবে "বসন্ত বন্দনা"। তাও দোল উৎসবের আগে।

৯ মার্চ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোটের বিজ্ঞপ্তি নয়, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মামলার ফলে অনিশ্চিত রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন। বুধবার গ্রাম বাংলার ভোটের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ওপর থাকা অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ ফের বাড়াল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতিরা। আর কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পঞ্চায়েত ভোট করানোর কোনও সম্ভবনা রইল না।

কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট করানোর দাবির পাশাপাশি আসন পুনর্বিন্যাস ও সংরক্ষণে অনিয়মের অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি ছিল, '২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। তাই ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট কেন্দ্রীয় বাহিনীর তত্ত্বাবধানে হোক।' পাশাপাশি তপশিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের গণনার যে বিজ্ঞপ্তি রাজ্য নির্বাচন কমিশন দিয়েছে, তাতে ত্রুটি রয়েছে। তাই নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে প্রত্যেক বাড়ি গিয়ে সংরক্ষণের তালিকা খতিয়ে দেখা হোক। এরপরই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হোক।

গত ১৫ ডিসেম্বর মামলার শুনানিতে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কোনও ঘোষণা করতে পারবে না। ৯ জানুয়ারি মামলার শুনানি হয়নি। ১৫ ফেব্রুয়ারি শুনানিতে ফের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এমনকি সেই নির্বাচন নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারিও করতে পারবে না কমিশন। এদিন মামলার শুনানিতে ভোট বিজ্ঞপ্তির উপরে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানো হল।

সাব্রুমে আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট সম্পন্ন

মনুঘাট চ্যাম্পিয়ন, গুয়াচাঁদ রানার্স

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। ইস্ট মনুঘাট যেন কালো ঘোড়া। চতুর্থ শীর্ষে থেকে লীগ শেষ করলেও খেতাব জয়ের শেষ হাসিটা হেসেছে ইস্ট মনুঘাট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল।

সাব্রুমে আয়োজিত অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে ইস্ট মনুঘাট ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে আজ, বুধবার গুয়াচাঁদ হাই স্কুলকে চার উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। সাব্রুমে অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। উদ্যোক্তা সাব্রুম ক্রিকেট এসোসিয়েশন। খেলা ছিল সাব্রুম স্কুল মাঠেই। ৩৫ ওভারের সীমিত ম্যাচ।

ম্যাচ শুরুতে টস দিতে গুয়াচাঁদ হাই স্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে ২৩.২ ব্যবহার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাজীব দেবনাথ এর ৩২ রান দলের পক্ষে সর্বাধিক ছিল। এছাড়া, গৌরব নমঃ এবং আদিত্য দেবনাথ দুজনেই ১০ করে রান পায়। অতিরিক্ত খাতে ৩৬ রান না পেলে তাদের শতরান অতিক্রম হতো না।

ইস্ট মনুঘাট স্কুলের প্রসেনজিৎ দেবনাথ তিনটি এবং প্রণব দেবনাথ, পার্থ দেবনাথ ও প্রিয়তম রায় দুটি করে উইকেট পেয়েছে। আকাশ নাথ পেয়েছে একটি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইস্ট মনুঘাট স্কুলের অধিনায়ক আকাশের অনবদ্য ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। আকাশ ৩১ টি বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করে দলের জয় সহজ করে দেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, দীপক ত্রিপুরার অপরাজিত ২৭ রান ও রাজেশ ভৌমিকের ১৫ রান উল্লেখ করার মতো।

গুয়াচাঁদ স্কুলের রাজীব দেবনাথ, আকাশ দেবনাথ ও চন্দন দেবনাথ দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

জয় অব্যাহত রেখে সেমিফাইনালের

দোরগোড়ায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। সেমিফাইনালের পথে আরেক কদম এগিয়ে গেলো ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। বুধবার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বাংলার বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়কে ৭ উইকেটে পরাজিত করে 'ই'গ্রুপে জয়ের ধারা অব্যহত রাখলেন পারভেজ সুলতান-রা। আজ পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করতে পারলেই শেষ চারে যাওয়া অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কিটস বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত জাতীয় আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ২২.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান করে। দলের পক্ষে রাহুল কুন্ডু ৪৪ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ এবং সৌরভ দাস ১৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী এবং সন্দীপ সরকার ৩ টি করে উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরা ১৭.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলীয় ২৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা যখন খাদের কিনারায় ছিলো তখনই ব্যাট হাতে রুখে দাড়াড় তন্ময় ঘোষ এবং সাহিল সুলতান।

ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে জয় এনে দেন। তন্ময় ৩৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রানে এবং সাহিল ৩৭ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রানে অপরাজিত থেকে যান। বিদ্যাসাগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের পক্ষে সৌরভ মাইতি ২ টি উইকেট পেয়েছেন। আজ ত্রিপুরার বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুপার ডিভিশন : ভিকি, অরিন্দম দুর্দান্ত

কসমোপলিটনকে হারিয়ে শতদল জয়ী

কসমোপলিটন:- ১৬২/৯ (৫০) শতদল:- ১৬৪/৩(২০.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। জয়ে ফিরেছে শতদল সংঘ। তাও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কসমোপলিটনকে ৭ উইকেটে হারিয়ে। এই জয় মূলত শতদল সংঘকে অনেকটা সুরক্ষিত জোনে ঠেলে দিয়েছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারের ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিনের ৬১ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, নিনাদ কদমের ২৮ রান উল্লেখ করার মতো। শতদলের ভিকি সাহা ২০ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া, জয়দীপ দেব ও পবন চান্দেল পেয়েছে দুটি করে উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘ বিশেষ করে ওপেনার পবন চান্দেলের ৪৩ রানের পর অরিন্দম বর্মনের অনবদ্য অপরাজিত ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। অধিনায়ক সম্রাট সিংহ এবং কিষান মুড়া সিং শুন্য রানে প্যাভিলিয়নের ফিরলে শতদল কিছুটা বেকাদায় পড়েছিল। ঠিক তখনই চতুর্থ উইকেটের জুটিতে হিতেশ চৌহান ও অরিন্দম বর্মন দলকে দুর্দান্ত ভাবে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়।

২০.৪ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। হিতেশ চৌহান ৪৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৬ রানে এবং অরিন্দম বর্মন ৭৫ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ী করে তোলে।

আমবাসায় ক্রিকেট : সংহতিকে হারিয়ে বি.কে নগর স্পোর্টস শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। দুর্দান্ত জয় বি.কে নগর স্পোর্টসের। মাঝে এক ম্যাচ হারলেও তিন ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে বি.কে নগর স্পোর্টস বাকি চার দলকে ছাপিয়ে লীগ তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। খেলা ছিল আমবাসা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দশমীঘাট গ্রাউন্ডে ম্যাচ, বি.কে নগর স্পোর্টস ও সংহতি সামাজিক সংস্থার মধ্যে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বি.কে নগর স্পোর্টস প্রথমে ব্যাটিং-এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৫ ওভারের ম্যাচে বি.কে নগর ৩১.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভিষেক দাসের ২৫ রান এবং রাজবীর সিং এর ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ২৩ রান তাদের অনেকটা কাজে এসেছে। সংহতি সামাজিক সংস্থার পার্থ শর্মা ১১ রানে চারটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, সম্রাট পাল দুটি এবং অভিজিৎ মোদক, আকাশ দাস ও ম্যাসেঞ্জয় ত্রিপুরা একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতি সামাজিক সংস্থার পার্থ শর্মা ও আকাশ দাস ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১৯.৫ ওভার খেলে ৯৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। পার্থ সর্বাধিক ২৫ রান এবং আকাশ ১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। বি.কে নগর স্পোর্টসের প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ৬ রানে এবং দীপঙ্কর দেবনাথ ১৪ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া উত্তম দেবনাথ ও সুজয় দাস পেয়েছে একটি করে উইকেট। বিজয়ী দলের অলরাউন্ডার দীপঙ্কর দেবনাথ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

রজতের ৫ উইকেট দখল সত্বেও

স্ফুলিঙ্গে থমকে দাঁড়ালো ফ্রেন্ডস

স্ফুলিঙ্গ:- ২৫১/১০(৪৯.৪) ইউ: ফ্রেন্ডস:- ১৭৮/১০(৩৮.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে স্ফুলিঙ্গ। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। মাঠে অক্রিকেটীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত স্ফুলিঙ্গ ক্লাব জয় ছিনিয়ে তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে, প্রথম লীগ শেষ করেছে।

এবার তাকিয়ে থাকতে হবে ফিরতি লীগের দিকে। আজ খেলা ছিল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব বনাম ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের মধ্যে। বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে।

উদ্যোক্তা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে স্ফুলিঙ্গ নির্ধারিত ৫০ ওভারের দুই বল বাকি থাকতে সব কটি উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে বিক্রম কুমার দাসের ৫৩ রান, শ্রীদাম পালের ৫১ রান এবং বিক্রম দেবনাথের ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আনন্দ ভৌমিকের ৩৪ রান এবং অভিজিৎ সরকারের ২৮ রানও উল্লেখ করার মতো।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বোলার রজত দে দুর্দান্ত বোলিংয়ের পরিচয় দিয়ে ৩২ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করেছে। এছাড়া, প্রিয়াংশু গৌতম ও দীপক ক্ষেত্রী দুটি করে এবং শুভম ঘোষ একটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ইনিংস ১২৮ রানে শেষ হয়ে যায়। দলের পক্ষে উদিয়ান বোস ৪৩, রজত দে-র ৩৮ এবং ওপেনার বিশাল ঘোষের ৩৩ রান উল্লেখ করার মতো। স্ফুলিঙ্গের অভিজিৎ সরকার ও জয়দীপ ভট্টাচার্য দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

এছাড়া, মনীশঙ্কর মুড়া সিং ও চিরঞ্জিত পাল পেয়েছে একটি করে উইকেট। চারজন ব্যাটসম্যানের রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসার ঘটনা ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে বেশ সমস্যার তৈরি করেছে। বিজয়ী দলের অভিজিৎ সরকার পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

ব্যাটে বলে দুর্দান্ত নিরূপণ

জেসিসি-কে হারিয়ে সংহতি জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। প্রথম লীগের শেষ ম্যাচে জয় পেয়েছে সংহতি। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবকে এক উইকেটে হারিয়ে রুদ্ধশ্বাস জয় হলেও সুপার ডিভিশনে সুরক্ষিত জোনে থাকতে হলে এই জয় সংহতির পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। খেলা হয়েছে মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৫০ ওভারের ম্যাচে ৩৯.৪ ওভার খেলে জেসিসি সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে তুষার সাহার ৫৪ রান সর্বাধিক ছিল। এছাড়া, ওপেনার দিপজয় দেবের ৩৭ রান এবং রোহিত ঘোষের ২৮ রান উল্লেখ করার মতো। তুষার ৪১ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫৪ রান পেয়েছিল। সংহতির অমিত আলী ৩৯ রানে চারটি এবং স্বরাব সাহানি ৩৬ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতি ৩৭.৩ ওভার খেলে নয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। নিরুপম সেন চৌধুরী ৭৪ রান সংগ্রহ করে অধিনায়কোচিত দায়িত্ব পালন করলেও শেষ দিকে সঞ্জয় মজুমদার অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। নিরুপম ৯৪ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৪ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। সঞ্জয় মজুমদার ৪৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪১ রানে অপরাজিত থেকে শাহরুখ হোসেনকে সঙ্গী করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের প্রিন্স মৌর্য ১৭ রানে চারটি, তুষার সাহা ও অমরেশ দাস দুটি করে এবং বিশাল গৌর ঠাকুর একটি উইকেট পেয়েছিল।

সাব্রুমে দৌলবাড়ি স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দক্ষিণ জেলার ওই মহকুমার দৌলবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গাঁও প্রধান দয়ামনি দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধান সাধন দেবনাথ এবং স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার দাস। প্রায় ২১ টি ইভেন্টের হয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

শান্তিরবাজারে অনূর্ধ ১৫

ক্রিকেটে কসমোপলিটন সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো কসমোপলিটন ক্লাব। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে বুধবার কসমোপলিটন ক্লাব পরাজিত করে উত্তর তাউখোমা স্কুলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে। জোলাইবাড়ি স্কুল মাঠে এদিন কসমোপলিটন ক্লাব ৩ উইকেটে পরাজিত করে উত্তর তাউখোমা স্কুলকে। বিজয়ী দলের নীহার রিয়াং ৬২ রান করে। আসরে দ্বিতীয় স্থান দখল করে জোলাইবাড়ি স্কুল। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে উত্তর তাউখোমা স্কুল ১৫২ রান করে। এর মধ্যে ১০০ রান আসে পেনাল্টি থেকে। কসমোপলিটন ক্লাব দেরীতে মাঠে আসায়। দলের পক্ষে মনোজিৎ দেববর্মা ১৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে অমন দেবনাথ (৩/১৪), জয় চক্রবর্তী (৩/২৩) এবং আরিপ মিঁয়া (২/৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব ২৮ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে নীহার রিয়াং ৩৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬২, জয় চক্রবর্তী৫১ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ এবং দলনায়ক অমন দেবনাথ ৩২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করে। উত্তর তাউখোমা স্কুলের পক্ষে রবি কুমার নোয়াতিয়া (৩/২৮) এবং আনন্দ সাধন নোয়াতিয়া (২/৩৮) সফল বোলার।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভোট গণনার প্রাক্কালে বুধবার ৮ বড়দোয়ালী কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন বিজেপি প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।ছবি নিজস্ব।

কৈলাসহর এস ডি এম অফিসে রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। ২ মার্চ বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যের সাথে কৈলাসহরের আর.কে.আই স্কুলেও ভোটের গননা হবে। ঠিক তার আগের দিন বুধবার বিকেলে কৈলাসহরের মহকুমাশাসকের চেম্বার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহকুমাশাসক নবকুমার জমাতিয়া, ডেপুটি মাজিস্ট্রেট প্রবীর দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, সি.পি.আই.এম নেতা ইনুছ মিঞা খাদিম, বিজেপি কৈলাসহর মন্ডলের সভাপতি সিদ্ধারত দত্ত, ত্রিপুরা মোথার স্থানীয় নেতৃত্ব যুগেশ দেববর্মা সহ আরও অন্যান্যরা। বৈঠক শেষে মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার জানান যে, গত ১৬ফেব্রুয়ারি কৈলাসহর মহকুমায় যেভাবে শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন হয়েছে এবং ভোট পরবর্তী সময়ে পয়লা মার্চ অব্দি কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। ঠিক একইভাবে আগামীকাল ২রা মার্চ কৈলাসহরের আর.কে.আই স্কুলে ৫২-চন্ডীপুর এবং ৫৩-কৈলাসহর এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গননা যেন শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয় সেব্যাপারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাহায্য চান। সকাল ছয়টা থেকে গননা কেন্দ্রে প্রবেশ শুরু হবে। প্রবেশ পথে তিনটি গেইটে তিন পর্যায়ে সবাইকে তল্লাশি করা হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে স্ট্রং রুমের লকার ভাংগা হবে। সকাল আটটায় প্রথমে পোস্টাল ভোট গননা শুরু হবে। সাড়ে আটটা থেকে ইভিএম-এর ভোট গননা হবে। মোট চার রাউন্ডেই ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গননা মোট পাঁচটি রাউন্ডেই ৫৩-কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গননা সম্পন্ন হবে বলে মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার জানান।

এমবিবি স্টেডিয়ামে বসছে নৈশ আলোক বাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামের আদলে আগরতলা এমবিবি মাঠে বসানো হচ্ছে নৈশ আলোক বাতি। মাঠে চারটি আলোর বাতি বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজ শেষ করার সময় ধার্য হয়েছে ৬০ দিন। বুধবার এম বি বি স্টেডিয়ামে গিয়ে নৈশ আলোক বাতি বসানোর কাজ পরিলক্ষিত হয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশণের উদ্যোগে এই ফ্লাড লাইট বসানো হচ্ছে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। সমস্ত দিক বিবেচনা করেই এম বি বি স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় টি সি এ। এবার তার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। মূলত দেশের অন্যান্য বড় মাঠ গুলির ন্যায় এম বি বি স্টেডিয়ামের বসানো হবে এল ই ডি-র লাইটের আলোক বাতি। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। খরচ কম হবে বলে জানান টি সি এ-র সহ সভাপতি তিমির চন্দ। এই ধরনের ফ্লাড লাইট ইডেন গার্ডেন এবং ওয়াংখেরের মত স্টেডিয়ামে রয়েছে। মে মাসের শেষ দিকে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এই ফ্লাড লাইট বসানোর ফলে আগামী দিনে নৈশ কালীন বেশ কিছু ম্যাচ করানো যাবে এম বি বি স্টেডিয়ামে। একই সঙ্গে খেলোয়াড়েরা নৈশ কালীণ অনুশিলন করতে পারবে। এছাড়া বি সি সি আই-র বিজয়হাজারে, মুস্তাক আলী নক আউট টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি করা সম্ভব হবে বলে জানান টি সি এ-র সহ সভাপতি তিমির চন্দ।

সংস্কার করা হচ্ছে না পুলিশের গাড়িগুলি, দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর অফিসগুলিতে যেসব গাড়ি রয়েছে সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রয়োজনীয় মেরামতের অভাবে অচল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা ঐসব যানবাহন নিয়ে অভিযান চালাতে বা তদন্ত কার্য চালাতে গিয়ে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। কেননা মাঝপথে ওইসব যানবাহন আটকে পড়ছে কিংবা থানা থেকেই গাড়ি স্টার্ট করে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। এটি নিত্যদিনের সমস্যা হলেও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য আরক্ষা প্রশাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে এ ধরনের খামখেয়ালিপনা যেকোনো সময় বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে বলেও অনেকে মনে করেন। বুধবার সিপাহীজলা পুলিশ সুপার অফিসের পুলিশের গাড়িটি ডিউটিতে যাবার সময় বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ডে সড়কের মধ্যে হঠাৎ করে থমকে যায়। কোন ক্রমেই চালু করা যাচ্ছিল না গাড়িটি। অবশেষে জনসাধারনের সাহায্য নিয়ে স্টার্ট করা হয় গোলযোগ পূর্ন গাড়িটি।গাড়িটির মধ্যে থাকা পুলিশ এবং এসপি অফিসের এস পি ও জোয়ান এবং মোটরস্ট্যান্ড এলাকার কিছু ব্যক্তি গাড়িটিকে ঠেলে স্টার্ট করে। রাজ্য পুলিশের প্রত্যেকটি থানায় এবং এসপি অফিসের বেশিরভাগ গাড়িগুলো দীর্ঘদিনের পুরানো। যার ফলে পুলিশ সঠিক সময়ে নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তির রক্ষার জন্য পৌঁছতে পারেনা। যার দৃষ্টান্ত বুধবার দুপুরবেলা সিপাহী জলা পুলিশ সুপার অফিসের বিকল গাড়িটি। বহু কষ্ট করে এস পি ও জোয়ান এবং পুলিশ মিলে ঠেলে গাড়িটিকে সচল করে। এই যদি হয় পুলিশের গাড়ির অবস্থা, তাহলে ২ মার্চ ফল গণনার পর যদি কোথাও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে তাহলে সময় মতো যে রাজ্য পুলিশ সেখানে পৌঁছতে পারবে না সেটা বুধবার পুলিশের গাড়ি ঠেলে স্টার্ট করা দেখে এলাকাবাসী বুঝে গিয়েছে।

তৃণমূলের পতাকা-সহ গাড়িতে উদ্ধার গরু

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়িতে গরু পাচার করতে গিয়ে বিপত্তি। পালাতে গিয়ে দ্রুত গতির জেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ধাক্কা মারে রাস্তায় থাকা ডিভাইডারে। সেই অবস্থাতেই চালক-সহ গাড়িতে থাকা ব্যক্তি পালিয়ে যান সেখান থেকে। এর পর ওই গাড়িকে আটক করে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। বুধবার ঘটনাটি ঘটে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে। সূত্রের খবর, গাড়ির সামনের ২টি আসন থাকলেও পিছনে নেই কোনও আসন। পিছনের আসনের জায়গায় হাত, পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে গরু। সেই গরু পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। গাড়িতে গরু দেখে পুলিশ তাড়া করে ওই গাড়িটিকে। তখন গাড়িটি পালানোর চেষ্টা করে। উদ্ধার করা হয় গরুগুলিকে।সোদপুর দত্ত রোডের কাছে ঘটনার পর গাড়ির চালকসহ অন্যান্য ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়। ঘাতক গাড়িটিকে গরু সমেত খড়দহ থানার পুলিশ আটক করে। তারপর গাড়ি থেকে পাচার হওয়া গরুকে উদ্ধার করে পুলিশ। যে গাড়িতে করে গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই গাড়িতে ছিল তৃণমূলের পতাকা।

কাছাড়ের জিরিঘাটে চার টন বার্মিজ সুপারি বোঝাই দুটি ট্রিপার বাজেয়াপ্ত, আটক দুই

জিরিঘাট (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : অবৈধ বার্মিজ সুপারি সরবরাহের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে কাছাড় পুলিশের।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে কাছাড় পুলিশ জেলার জিড়িঘাট থেকে দুটি ট্রিপার গাড়ি সহ বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আজ বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো।
পুলিশ সুপার জানান, ট্রিপার গাড়ি দুটি মণিপুর থেকে ব্রামিজ সুপারি নিয়ে জিরিঘাট হয়ে কাছাড় জেলায় প্রবেশ করার সময় তালাশি অভিযানে ৪০ বস্তায় ৪ (চার) টন বার্মিজ সুপারি বাজেয়প্ত করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুই গাড়ি চালক কালাইন জালালপুর এলাকার জনৈক নাসির উদ্দিন, কালাইন দ্বিতীয় খণ্ডের জাহির উদ্দিন লস্করকে।
তিনি জানান, আটককৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রয়েছে। ধৃত দুই ব্যক্তির মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করে তাদের কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বার্মিজ সুপারি পাচারের সঙ্গে কাছাড়ের কে বা কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সুপারি পাচারের ফরয়ার্ড এবং বেকওয়ার্ড লিংকও দেখা হচ্ছে, জানান পুলিশ সুপার মাহাতো।

ভোটের মুখে কর্নাটকে ১৭ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি, রাজ্য কর্মীদের আন্দোলনে পিছু হটল বিজেপি সরকার

বেঙ্গালুরু, ১ মার্চ (হি.স.) : শিয়রে বিধানসভা ভোট। তাই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘট শুরুর প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আন্দোলনের চাপে নতিস্বীকার করল কর্নাটকের বিজেপি সরকার। রাজ্য কর্মীদের বেসিক পে একলাফে ১৭ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই। তাও এই বৃদ্ধি অন্তর্বর্তী বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী মে মাসের মধ্যে নতুন সরকার গঠন হবে কর্নাটকে। তার আগে কর্মচারীদের দাবিমতো রাজ্য পুরনো পেনশন প্রকল্প চালুর পুনর্বিবেচনা করতে একটি কমিটিও গঠন করেছে। এদিন থেকেই অন্তর্বর্তী বেতন বৃদ্ধির সুবিধা পাবেন কর্মীরা।
কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে মঙ্গলবার রাতে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার সকালে অর্থ দফতরের সঙ্গে বৈঠকের পর ফের একদফা কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন বোম্মাই। তারপরই মূল বেতনের ১৭ শতাংশ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন এবং সংগঠনও ধর্মঘট তুলে নেয়।
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের ঘোষণায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে অতিরিক্ত ১২ হাজার কোটি টাকার খরচ বাড়বে। এই দুটি দাবিতেই কর্মচারী সংগঠন ১ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকাল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সেই মতো এদিন সকাল থেকে রাজ্য সরকারগুলি অফিসগুলি কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বহু অফিসের দরজাই খোলেনি। সরকারি স্কুল-কলেজগুলিও বন্ধ ছিল। বহু হাসপাতালে ডাক্তাররা কালো ব্যাজ পরে কাজ করেন। আবার অনেক জায়গায় ডাক্তার-নার্সরা কাজেই নামেননি।

আগরতলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ

আগরতলা, ১ মার্চ।। বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিদায়ী কমিটির সম্পাদক প্রণব সরকার সহ সদস্যরা উপস্থিত থেকে তুলে দেন। নবনির্বাচিত কমিটির সম্পাদক রমাকান্ত দে'র হাতে দায়িত্বভার এর পর বিদায়ী কমিটির সম্পাদক বকেয়া কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে নবনির্বাচিত কমিটির সামনে কিছু পরামর্শ রাখেন। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা বিদায়ী কমিটির সভাপতি সুবল কুমার দের সঙ্গে দেখা করে তার পরামর্শ নিয়েছেন। তিনি এই কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন আগরতলা প্রেস ক্লাবের নতুন পরিচালন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বেশ কয়েকটি সব কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্লাবের আয় ব্যায় সংক্রান্ত তথ্য নির্ভুল ভাবে রাখার জন্য একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্টকে অডিটর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সহ সম্পাদক অভিষেক দেকে কনভেনর করে স্পোর্টস সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হয়েছেন প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক অলক ঘোষ। প্রথম বৈঠকেই ক্লাবের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রিডিং রুমটিকে শীতাতপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ সভায় দেওয়া সদস্যদের প্রতিটি মূল্যবান পরামর্শকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মশার উপদ্রবে নাকাল পুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। মশার উপদ্রবে নাকাল পুর নগরবাসি। এ বছর এখনো বৃষ্টিপাত না হওয়ায় রাস্তার পাশের বিভিন্ন ড্রেন, নালা, পরিত্যক্ত জলাশয়ে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে মশা। পুর নিগমের পক্ষ থেকে এসবড্রেন, নালা, পরিত্যক্ত জলাশয়জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার তেমন কোন উদ্যোগ নেই। স্বাভাবিক কারণেই মশার উপদ্রব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। পুর নিগমের ভূমিকা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। অবশেষে পুর নিগমের মেয়র এ বিষয়ে মুখ খুললেন। বিলম্বে হলেও তিনি জানিয়েছেন মশার উপদ্রব বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ নিগমবাসী। এই যন্ত্রনা থেকে পরিত্রাণের আশার বানী শোনালেন মেয়র। আশপাশ ও ড্রেইনে ময়লা আবর্জনা না ফেলার আহ্বান জানান তিনি। গরম পড়তেই শুরু হয়েছে মশার মারাত্মক উপদ্রব। আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত প্রতিটি ওয়ার্ডেই এই মশার উপদ্রবে অতিষ্ঠ সাধারণ জনগণ। সকল কিংবা সন্ধ্যা মশার যন্ত্রণায় বাড়ি ঘরের দরজা জানালা খোলা রাখাও দায় হয়ে পড়েছে নিগমবাসীর কাছে। আগরতলা পুর নিগমের বাসিন্দাদের মশার উপদ্রব থেকে মুক্তি দিতে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানান মেয়র দীপক মজুমদার। মেয়র জানান এই সময়ে মশার উপদ্রব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টি হলে আবার তা হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে টানা ব্যবস্থাপনা রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ড ও জোনালে মাধ্যমে মশার উপদ্রব থেকে নিস্তার দেওয়ার জন্য ফগিং করতে দুজন অতিরিক্ত কর্মী রয়েছে। যারা এই কাজ করছে। শহরের ড্রেনের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আগামী দিনে আরো বেশ কিছু ফগিং মেশিন আনার পরিকল্পনা নিয়েছে পুর নিগম। নির্বাচন চলায় ড্রেইন গুলি নিয়মিত সাফাই করতে কিছুটা সমস্যা হয়। এখন পুরোদমে সেই কাজ শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মশার যন্ত্রণা থেকে নিগমবাসীকে পরিত্রান দিতে অভিযান চালাবে পুর নিগম। তবে নিজ বাড়ির আশপাশ ও ড্রেন আবর্জনা মুক্ত রাখতে আহ্বান জানান মেয়র।

জি-২০ সামিটে অংশ নিতে রাঁচিতে পৌঁছেছেন আইইএসএ-এর প্রেসিডেন্ট

রাঁচি, ১ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল ২ ও ৩ মার্চ ঝাড়খণ্ডে প্রস্তাবিত জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে রাঁচিতে প্রতিনিধিদের আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইইএসএ সভাপতি তথা এমডি রাহুল ওয়ালাভাকর তাঁর স্ত্রী নেত্রা ওয়ালাভাকর এবং মহেশ গোদির সঙ্গে বুধবার রাঁচিতে পৌঁছেছেন। এরা ছাড়াও সিএসআইআর-এর পাঁচ প্রতিনিধি ভারত ভূষণ, গিরিশ চাঁদ যোশি, শিবম কুশওয়াহা, বিনোদ কুমার এবং শৈলেশ শাহ রাঁচিতে পৌঁছেছেন।বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এছাড়াও, অতিথিরা যাতে কোনও ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেদিকে সম্পূর্ণ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিধিদের বসার জন্য বিমানবন্দরেই একটি পৃথক গ্যালারি করা হয়েছে, যেখানে তাদের জলখাবার দেওয়া হচ্ছে। এর আগে মঙ্গলবার রাতে, ব্রাজিলের ডঃ ফেলিপ সিলভা বেলুসি রাঁচিতে পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানানো হয়।

বিবিসিতে আয়কর তল্লাশি নিয়ে জয়শঙ্করের সঙ্গে কথা ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী জেমস ক্লেভারলি বিবিসিতে আয়কর তল্লাশির বিষয়টি বুধবার উত্থাপন করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে। এদিন এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় ক্লেভারলি বিষয়টি তোলেন। বৃহস্পতিবার শুরু হতে চলা জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আগে জয়শঙ্কর জোরালভাবে জানিয়ে দেন, এদেশে কাজ করতে হলে সকল সংস্থাকেই ভারতের আইন মেনে চলতে হবে।এদিকে, জি ২০ বৈঠকের পাশাপাশি চিনের বিদেশমন্ত্রী কিইন গ্যাং-এর সঙ্গেও বৈঠক করতে পারেন জয়শঙ্কর। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুদেশের সেনা সংঘর্ষ ও চীনা আগ্রাসন নিয়ে কথা হতে পারে। গত ডিসেম্বরে বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর, এই বৈঠক সম্ভব হলে এটাই হবে কিইনের সঙ্গে জয়শঙ্করের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ। যদিও আদৌ কথা হবে কিনা তা নিয়ে কোনও পক্ষই নিশ্চয়তা দেয়নি।

সহকারী সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুচিন্দ্র কুমার

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : লেফটেন্যান্ট জেনারেল এমভি সুচিন্দ্র কুমার বুধবার সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বর্তমান ভাইস চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিএস রাজুর কাছ থেকে দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন, যিনি আজ জয়পুর-ভিত্তিক সপ্ত শক্তি কমান্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এমভি সুচিন্দ্র কুমার এখন পর্যন্ত সেনা সদর দফতরে ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ (স্ট্র্যাটেজি) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করেন এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এরপর সাউথ ব্লকে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।সৈনিক স্কুল বিজাপুর এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল ১৯৮৫ সালে ১ম আসাম রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। তিনি ৫৯ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ব্যাটালিয়ন পদাতিক ব্রিগেড এবং নিয়ন্ত্রণ রেখায় একটি পদাতিক ডিভিশন এবং উত্তর কমান্ডে অত্যন্ত সক্রিয় হোয়াইট নাইট কর্পস-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আট দফা দাবির ভিত্তিতে তফশিলি জাতি অধিকার মঞ্চের ধরনা করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ১ মার্চ (হি.স.) : তফশিলি জাতি অধিকার মঞ্চের ডাকে আট দফা দাবির ভিত্তিতে আজ বুধবার করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্লে-কার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন জেলার তফশিলি সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষ।
করিমগঞ্জ জেলার ফাকুয়া, শনবিল, বাজারিছড়া, কড়িখাই, সুপ্রাকান্দি, কালিগঞ্জ, বদরপুর, বসলা, মালুয়া থেকে তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন পেশার মানুষ আজকের বিক্ষোভ ধরনায় যোগ দেন। তাঁদের দাবিগুলি যথাক্রমে তফশিলি জাতিদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলির রূপায়ণের আগে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ব্লক, পঞ্চায়েতস্তরে ব্যাপকভাবে প্রচার করা, বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রকাশ করা, তফশিলি কল্যাণ পর্ষদ সহ তফশিলি কল্যাণ প্রকল্পগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করা, কেন্দ্রীয় সরকারের তফশিলি ছাত্রবৃত্তি প্রত্যাহার না করা, দোহালিয়া পশু চিকিৎসালয়কে জবরদখলমুক্ত করা, সুপ্রাকান্দি, দোহালিয়া সহ তফশিলি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, বিল অঞ্চলের তফশিলিভুক্ত মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে নৌকা ও জাল সরবরাহ করা, তফশিলি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত গ্রামগুলির কৃষিজমিতে সেচের ব্যবস্থা করা, তফশিলি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা, গরিব তফশিলি জনগোষ্ঠীয় বাদ্যকরদের যন্ত্র কেনার অনুদান দেওয়া, কড়িখাইয়ে লঙ্গাই সেতু নির্মাণ করা, জাতীয় সড়ক থেকে ৪০৫ নম্বর কড়িখাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার করা ইত্যাদি। বিক্ষোভ শেষে আট দফা দাবি সংবলিত স্মারকপত্র জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আজকের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মঞ্চের সভাপতি সাধন দাস, সম্পাদক রামকৃষ্ণ নমঃশুদ্র, অনুকূল বর্ধন, কালিপদ রায় প্রমুখ।

ভয়াবহ আগুন দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : ভয়াবহ আগুন লাগল দিল্লির একটি বহুতলে। আর তার জেরেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ওই বহুতল।
পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, বুধবার দিল্লির রোশনারা রোডে একটি চার তলা বাড়িতে আগুন লেগে যায়। ওই বাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। তার পর তাঁরা দমকলে খবর দেন। সকাল ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে ওই বহুতলে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বহুতলটিতে একটি লজিস্টিক সংস্থার কাজকর্ম হত। যে সময় আগুন লাগে, সেই সময় বহুতলটিতে কেউ ছিলেন না। স্থানীয়রা প্রথমে কালো ধোঁয়া দেখতে পান। তার পরই মুহূর্তেই বহুতলের ভিতর থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসতে শুরু করে। সেই আগুন ধীরে ধীরে গোটা বাড়িটিকে গ্রাস করে নেয়। ঘটনাস্থলে দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকল যখন আগুন নেভানোর কাজ করছিল সেই সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বহুতলটি। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে গোটা বহুতলটি মাটিতে মিশে যায়।

প্রাথমিকে ৪২০ শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.) : রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে এসেছে। এরই মধ্যে প্রাথমিকে শতাধিক শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।২০০৯ সালের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ১৫০৬ পদে নিয়োগের তালিকা প্রকাশ হলেও ৩২৮ টি পদ ফাঁকাই রয়েছে। বুধবারের শুনানিতে সেই সব পদ অবিলম্বে পূরণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মেধার ভিত্তিতে সেই শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।২০০৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১৮৩৪ পদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। কিন্তু নানা আইনি জটিলতায় ওই নিয়োগ হয়নি। গত বছর হাই কোর্টের নির্দেশে ১৫০৬ জনকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বাকি ৩২৮ পদ ফাঁকাই পড়ে ছিল। সেই নিয়েই হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়।বুধবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, ৩২৮ এর সঙ্গে আরও ৯২টি শূন্যপদ বাড়িয়ে মোট ৪২০ জনকে নিয়োগ করতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদকে তিনি আরও নির্দেশ দেন, ১৭ এপ্রিলের মধ্যে এই নতুন মেধাতালিকা প্রকাশ করতে হবে। নিয়োগও করতে হবে শীঘ্রই।শুধু ৩২৮ জন নয়, আরও ৫ শতাংশ বেশি অর্থাৎ আরও ৯২ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৭ এপ্রিলের মধ্যে তালিকা প্রকাশ করে নিয়োগ করবে পর্ষদ। পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও নিয়োগ নিয়ে অনেক দিন ধরে মামলা চললে, ৫ শতাংশ বেশি শূন্যপদে নিয়োগ করা হয়। সেই মতো ৯২ জনের নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।২০০৯ সালে যখন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল, তখন টেট পরীক্ষা নেওয়ার প্রক্রিয়া ছিল না। পরে ২০১২ সালে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। ২০২২-এ ফল প্রকাশ হলেও সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলায় নিয়োগ আটকে ছিল দীর্ঘদিন। ডিপিএসসি-র দাবি ছিল, এক্স সার্ভিসম্যান ক্যাটাগরি, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোটায় পর্যাপ্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি বলেই ৩২৮ টি শূন্যপদ ফাঁকা রাখা হয়। এবার সেই সব পদেই দ্রুত নিয়োগ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মামলাকারীরা অনেকেই গান্ধীমূর্তির নীচে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়েছেন। আজ বড় জয় হল তাঁদের। আদালতের নির্দেশ মতো, তালিকা প্রস্তুত করবে ডিপিএসসি। সেই তালিকা পাঠানো হবে পর্ষদে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।